ইসলামে ব্যক্তিজীবন

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ইসলামে ব্যক্তিজীবন

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

শেষ্টিম প্রকাশনী

ইসলামে ব্যক্তিজীবন

লেখক : হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদক : জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : ৮ই জিলহাজ্জ, ১৪৪৭ হিজরী
২৬ই মে, ২০২৬ ঈসায়ী

প্রকাশনায় : অন্তিম প্রকাশনী

নির্ধারিত মূল্য : ১২০ (একশত বিশ) টাকা।

ওয়েবসাইট : https://gazwatulhind.com
https://gazwatulhind.site

কাফেলা : https://linktr.ee/kafela_official

যোগাযোগ : backup.2024@hotmail.com

অন্যান্য বইগুলো : https://cutt.ly/kafelabooks
https://dl.gazwatulhind.com
https://dl.gazwatulhind.site

বই কিনুন : https://fb.com/OntimProkashoni

ISLAME BAKTI JIBON WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITOR: JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: 26th MAY 2026 ISAYI, 8th DHUL HIJJAH 1447 AH HIJRI.

সূচিপত্র

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সম্পাদকের কথা	০৫
লেখক পরিচিতি	০৭
ভূমিকা	০৮
ব্যক্তিজীবন	০৯
বিবাহ	১৪
১. আল্লাহর পক্ষ হতে বিবাহের আদেশ	১৪
২. বিবাহের জন্য কনে দেখা	১৭
৩. একাধিক বিবাহ	১৯
কত দিনের পর একজন পুরুষ দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বিবাহ করতে পারবে	২৯
৪. স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা	৩০
স্ত্রীগণের প্রতি পালনীয় ইনসাফ	৩৪
বিবাহের প্রকারভেদ	৩৬
১. আছলি বিবাহ	৩৬
২. মুত'আহ বিবাহ	৩৬
৩. শিগার বিবাহ	৩৭
৪. হিল্লা বিবাহ	৩৮
বিবাহ দেওয়ার বিধান	৩৯
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা	৪২
বিবাহের ফজিলত	৪৪
যার অর্থ-সম্পদ নেই এমন দরিদ্র ব্যক্তিও বিবাহ করতে পরবে এবং বিবাহ করা উত্তম	৪৫
বিবাহ করার শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে ছিয়াম পালন করা উত্তম	৪৭
যে গুণাবলি দেখে কনেকে বিবাহ করতে হবে	৪৯
বিবাহের জন্য প্রস্তাব রাখা	৫১

কেউ বিবাহের প্রস্তাব দিলে অপরজন সেই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে পারবে না	৫৩
নারী নিজেকে বিবাহের জন্য পেশ করতে পারে	৫৩
বিবাহের ওয়াজিব ৩টি	৫৬
১. বিবাহ স্থায়ী রাখার নিয়ত করা	৫৬
২. অভিবাবকের মাধ্যমে বিবাহ সম্পূর্ণ করা	৫৬
৩. মোহরানা নগদ পরিশোধ করা	৫৭
বিবাহের জন্য মোহরানা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্ধারিত নেই	৫৮
বিবাহ সম্পর্কে উপরোক্ত ৩টি ওয়াজিব পালন না করার শাস্তি বা কুফল	৬২
বিবাহের নগদ মোহর পরিশোধ না করার কুফল	৬৩
যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম	৬৫
বিবাহের অনুষ্ঠানে কিছু কাজ যা নাজায়েজ	৬৯
বিবাহের অনুষ্ঠানে কিছু কাজ যা জায়েজ	৭৪
বিবাহের সুন্নাহ সমূহ	৮০
বাসর রাতের করণীয় বিষয়	৮৫

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মা বা’আদ; লেখক এই বইটি রাজশাহী কারাগারে কারাবন্দী অবস্থায় থাকাকালীন ১৫ই জুলাই, ২০২১ইং সালের দিকে লিখেছেন। তাগুত ও জালিম শাসকের কারণে তখন বাংলাদেশে চলছিল তাওহীদবাদী মুসলিমদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন। সাথে ঘটতো গুম ও কারাবন্দীর মত ঘটনা, ২ দিন পরপরই নিউজ পাওয়া যেত। হঠাৎ এক বা একাধিক তাওহীদবাদী মুসলিম নিখোঁজ! আর কিছুদিন পরই নিউজ আসতো অমুক বাহিনী এতজন জঙ্গি ধরেছে অভিযান করে। অমুক বাহিনীর সাথে জঙ্গিদের হামলা-পাল্টা হামলা; এরকম নাটক থাকতো প্রায় প্রতি মাসেই। কি করার! বাহিনীর অফিসারদের টাকা তো ইনকাম করতে হবে, উপরের স্যারদের খুশি করতে হবে, পদবী-মেডেল-র‍্যাংক তো নিতে হবে। তাতে ২/৫ জনকে বিনা অপরাধে ১-২ মাস গুম রাখলে, কাউকে ক্রসফায়ার দিয়ে হত্যা করলে, বাসা থেকে ধরে গুম করে নিয়ে মামলা দিয়ে ৬ মাস থেকে ৫ বছর জেল খাটালে, এভাবে আর্থিক-সামাজিক-মানসিকভাবে ক্ষতি করে হাজারো পরিবারকে পথে বসালে তেমন কিই বা আর দোষ হয়! অতঃপর সেই তাগুত ও তার জালিম বাহিনীর কিছু অংশ ছাত্র-জনতার রোষানলে পরে ক্ষমতা-পদবী, অর্থ-সম্পদ সব রেখেই দিক-বিদিক পালিয়ে যায়। কিন্তু এখনো সেই আশার আলো এদেশে দেখা যাচ্ছে না যা তাওহীদবাদী মুসলিমরা চেয়েছিল দীর্ঘদিন ধরেই। কাঠামো ঠিকই সেই আগের মতই রয়ে গেছে, শুধু খোলস পাল্টেছে। এছাড়া দেশের অধিকাংশ জনগণই সঠিক ইসলাম বোঝে না, আর খিলাফতের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার সুফল বোঝা তো দূরের বিষয়। তারা শুধু বোঝে পশ্চিমাদের লোভনীয়-মরীচিকাময় বিষয়গুলো যা তাদের চোখের সামনে সব সময় দেখানো হয়। ইসলাম না বুঝলেও গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এগুলো ঠিকই বোঝে। দেশের মানুষ সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম পালন তো পরের বিষয়, নিজের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনেও ঠিকভাবে ইসলাম চর্চা করে না। আর আমরা বর্তমানে এমন এক জামানায়

আছি যেখানে মানুষ ন্যূনতম ইসলাম পালন না করেও, মুখে নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেয়। হয়তো তারা মনে করে জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্ম ও নিজের মুসলিমদের নামে নাম, এতেই হয়তো ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়। অতঃপর যারা ইসলাম ধর্মের গুরুত্ব বোঝে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মানে এবং ইসলামী বিধান দিয়ে পৃথিবীতে শাসনব্যবস্থা দেখতে চায়, তাদের আগে দরকার ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। এরপর সমাজ ও রাষ্ট্র।

অতঃপর, এই বইটি যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসলামে ব্যক্তিজীবন'; যা মূলত লেখা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালনের বিষয়ে; এটাও এক ঘটনায় হারিয়ে গিয়েছিল, যা হয়েছিল তখনকার সময়ের জালিম ও তাগুত বাহিনীর লুটপাটে। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় বইটির সফট কপি আবারো খুঁজে পাওয়া যায় এবং এখন ২০২৬ সালে তা প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। আগের লেখার সাথে নতুন কিছু লেখাও যুক্ত করা হয়েছে।

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত 'বিচার দিবস' বইটির পরের অংশ হিসেবে লেখা হয় 'ইসলামে ব্যক্তিজীবন' ও 'ইসলামে পারিবারিক জীবন' যা মূলত একজন ব্যক্তির ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম কি করতে বলে তার কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অসংখ্য ওয়াজিব-সুন্নাহ এর সংকলন এবং বিভিন্ন বিদাআতের খণ্ডন।

তবে অত্র বইটিতে শুধু ব্যক্তিজীবন বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। একজন ব্যক্তির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিবাহ বিষয়ে এখানে অনেকটাই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর এই বিবাহের মাধ্যমেই তৈরি হয় তার নিজস্ব পরিবার। বিবাহ পরবর্তী পারিবারিক বিষয়গুলো নিয়ে 'ইসলামে পারিবারিক জীবন' বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রুতই সেটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ইনশা আল্লাহ।

– জিহাদুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ''হাবীবুল্লাহ মাহমুদ'' নামে চেনে। পিতা আব্দুল কুদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নাম:

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল কুদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে 'বদরী কাফেলা' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবন: তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম"

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়ানুছল্লি আলা রছূলিহিল কারীম। আম্মাবা'দ,

মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে "ইসলামে ব্যক্তিজীবন" গ্রন্থটি পাঠকদের নিকট পঠনের লক্ষ্যে উপস্থিত করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ।

গ্রন্থটি শুরুতে "বিচার দিবস" গ্রন্থটির অংশবিশেষ হিসেবে লিখেছিলাম।

অতঃপর, তা অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে "বিচার দিবস", "ইসলামে ব্যক্তিজীবন", "ইসলামে পারিবারিক জীবন", "ইসলামে সামাজিক জীবন" অংশগুলো পৃথক পৃথক নামকরণ করে প্রকাশ করেছি। যেন পাঠকগণ তা খুব সহজেই পড়তে পারেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা উক্ত গ্রন্থটি পাঠকদের ভাব অর্থ বুঝে পড়ার ও তদানুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে বইটি লেখায় শব্দগত কোন ভুল পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তী সংশোধনের জন্য অবগত করবেন। ইংশা আল্লাহ, পরবর্তী সংস্কারে সংশোধনের প্রচেষ্ঠা করব।

নিবেদক
লেখক

ব্যক্তিজীবন

একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণের পর তার ব্যক্তিজীবন কিভাবে পরিচালনা করবে এবং কিভাবে নিজেকে একজন সৎ ব্যক্তি হিসেবে গঠন করবে সেই শিক্ষাটা সুন্দর ভাবে দিয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ অর্থাৎ ইসলাম।

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ"

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال": مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﵄ বলেন, রছূল ﷺ বলেছেন- মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার জিহবা ও হস্ত হতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন, তা হতে বিরত থাকে। অন্য বর্ণনায়, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, মুসলমানদের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত হতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। (ছহিহ বুখারী হা: ১০, ৬০৪০, মান- ছহিহ)

একজন ব্যক্তি তার জিহবা ও হাত দ্বারা অন্যের ক্ষতি হতে বিরত থাকলে তাক্বওয়াবান ও সমাজে সৎ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে। ইসলাম শুধু এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে বলেছে তা নয় বরং আরো কোন কাজটা বেশি বেশি করতে হবে সেই শিক্ষাটিও দিয়েছে ইসলাম।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﵄ হতে বর্ণিত, রছূল ﷺ কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল। কোন ইসলাম উত্তম? তিনি ﷺ বলেন, খাদ্যদান এবং পরিচিত বা অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান। (ছহিহ বুখারী, হা: ১২)

অন্য এক হাদিছে এসেছে-

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ"

হযরত আতা খুরাসানী ﵁ থেকে বর্ণিত- আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, তোমরা পরস্পরে মুসাফাহা করবে, এতে তোমাদের অন্তরের হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে। আর পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করবে। এতে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং বৈরিতা দূর হবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৩য় খন্ড, পৃ: ৪৯৬, হা: ১৪)

এই সকল কিছুই একজন মুসলমানের ব্যক্তি জীবনকে সাজানোর পদ্ধতি। যা ছলাত, যাকাত, হজ্জ, ছিয়াম এবং জিহাদ, যিকর আর পর্দা পালনের পাশাপাশি একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য বিষয়।

যদি একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি তবে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে, এই আমল গুলো দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা কত সুন্দর ভাবে ইসলামকে সাজিয়ে রেখেছেন। যেমন: ঈমান আনার পর যেই বান্দা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন তাকেই মুসলমান বলে। আর সে জন্যই তো মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঈমান ওয়ালা বান্দাগণকে ডাক দিয়ে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরহ আলে ইমরান, আ: ১০২)

অতএব, একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করবে অর্থাৎ একজন মুসলিম হবে। তখন সে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ইসলামকে পালন করতে পারবে। যাতে তার বিন্দুমাত্রও কষ্ট হবে না।

আর মুসলিম না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম পালন তার জন্য এতটাই কঠিন যে, সেই ব্যক্তি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিধানকে বোঝা এবং বিপদজনক মনে করবে।

এটার পিছনে মূল কারণ হলো একজন সাধারণ শ্রেণীর মুমিন ব্যক্তি যখন মুসলিম হবে না অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে

আত্মসমর্পণ করবে না, তখন সে ব্যক্তি ইসলামের অনেক বিধানই নিজের মনগড়া পদ্ধতিতে পালন করবে। ইসলামের কোন আমলটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর কোন আমলটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় সেই ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব সে দেবে না। এমনকি সেই ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রছূল ﷺ কে বিশ্বাস করা তথা মুমিন হওয়ার পরও শিরক করবে এবং মুশরিক হয়েও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তবুও তারা মুশরিক।" (সূরহ ইউসুফ, আ: ১০৬)

আর যারা মুমিন হওয়ার পর সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ মুসলিম হবে; তারা আল্লাহ তা'য়ালার সকল আদেশ-নিষেধ নিজে ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করবে এবং মহান আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া সকল আদেশ-নিষেধ পালন তার নিকট অতি সহজ হবে।

ইচ্ছে করলেই সে ব্যক্তি বর্তমান সময়কার সাধারণ মুমিনদের মতো মানুষকে মুখ দিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালি দিবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, সাধারণ মানুষের নামে গীবত করবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করবে না, কথা দ্বারা মানুষকে কটাক্ষ, উপহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, অপমান ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেবে না। এবং তার হাত দ্বারা অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করবে না, মানুষ হত্যা করবে না, নিজের ক্ষমতা প্রকাশের জন্য কাউকে মারধর করবে না, ইত্যাদি। কেননা সে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে অর্থাৎ মুসলিম হয়েছে। আর মুসলিম সম্পর্কে বর্ণিত হাদিছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه বলেন-

قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ"

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال": مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ"

"মুসলিম ঐ ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত হতে অন্যান্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে। মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকে। অন্য বর্ণনায়, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে- মুসলিমদের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বলেন- ঐ ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত হতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।" (ছহিহ বুখারী, হা: ১০, ৬০৪০)

অতএব যখন একজন সাধারণ শ্রেণীর মুমিন ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে নিজেকে গঠন করতে পারবে তখন সেই ব্যক্তি সমাজের সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখতে পারবে।

অতঃপর সেই মুসলিম ব্যক্তি যখন ছলাত আদায় করবে তখন সে ব্যক্তি সমাজের সকল প্রকার অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

"নিশ্চয়ই ছলাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরহ আনকাবুত, আ: ৪৫)

যখন সে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করবে তখন সে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে এবং নিজের সম্পদকে পবিত্র করবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠٣﴾

"(হে নবী!) তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করো। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দুয়া করো, নিশ্চয়ই তোমার দুয়া তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।" (সূরহ তাওবা, আ: ১০৩)

একই সাথে অভাবী এবং সম্বলহীন ব্যক্তিদেরও সেই যাকাত হতে হক আদায় করবে। যার ফলে সমাজের অভাবী এবং সম্বলহীন ব্যক্তিগণও উপকৃত হবেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾

"আর তাদের (অর্থাৎ অর্থ-সম্পদের মালিকদের) ধনসম্পদে রয়েছে অভাবী ও সম্বলহীনদের অধিকার।" (সূরহ যারিয়াত, আ: ১৯)

যখন সে ব্যক্তি হজ্জ পালন করবে তখন সে ব্যক্তি অর্থলোভ থেকে দূরে থাকবে এবং সমাজের মানুষের প্রতি দয়ালু ও স্নেহশীল হবে।

যখন সেই ব্যক্তি রমজান মাসের ছিয়াম পালন করবে তখন সে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারবে এবং সমাজের অভাগা ও সম্বলহীন লোকদের কষ্ট বুঝতে পারবে এবং সে বুঝতে পারবে যারা না খেয়ে থাকে তাদের কষ্ট কেমন হয়।

সেই ব্যক্তি জিহাদ করবে তার সমাজে ইসলামের বিধান, নিয়ম-নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য, মাজলুমদের পক্ষ নিয়ে জালিমদের বিরুদ্ধে। সমাজের সকল প্রকার খারাপি কাজ বন্ধের জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করবে; যাতে কোনো ব্যক্তি স্বার্থ থাকবে না। যা কিছু করবে সবই মহান আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির জন্য করবে। সে জিহাদ করবে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহর দুশমন ত্বগুত ও তার বাহিনীর সাথে।

সে ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই আল্লাহকে স্বরণ করে অর্থাৎ আল্লাহর যিকর করতে করতে কাজ করে। কারো ক্ষতি করে না এবং কারো ক্ষতি করতেও দেবে না। সে ব্যক্তি সমাজে সমাজের নারী-পুরুষ সবাইকে পর্দা মেনে চলানোর চেষ্টা করবে।

অতএব, এভাবেই একজন সাধারণ শ্রেণীর মুমিন ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করবে অর্থাৎ মুসলিম হবে তখন সমাজ ও দেশকে ইসলামের সৌন্দর্য্য দিয়ে সাজিয়ে তোলার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা করবে।

বিবাহ

অনুরূপভাবে একটি মানুষের উত্তম চরিত্র গঠনের ও কল্যাণকর জীবন যাপনের এক কার্যকরী পদক্ষেপ বিবাহ। সেই বিষয়টিতেও রয়েছে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বিবাহ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿۳﴾

"তবে তোমরা বিবাহ করো নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের ভালো লাগে! দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় করো যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে তোমরা জুলুম করবে না।" (সূরহ নিসা, আ: ৩)

উপরে উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ৪টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো-

(১) বিবাহের আদেশ,
(২) বিবাহের জন্য কনে দেখা,
(৩) একাধিক বিবাহ,
(৪) স্ত্রীগণের মাঝে ইনসাফ।

অত্র আয়াতে উল্লেখিত ৪টি বিষয় নিয়ে নিচে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হলো-

১. আল্লাহর পক্ষ হতে বিবাহের আদেশ

বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। যা সক্ষম বান্দাদের জন্য অবশ্যই পালনীয়। অর্থাৎ প্রতিটি সক্ষম মুসলিম বান্দার জন্য বিবাহ ওয়াজিব। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

"তবে তোমরা বিবাহ করো নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের ভালো লাগে।" (সূরহ নিসা, আ: ৩)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক।" (সূরহ বাকারহ, আ: ১৮৭)

আর পোশাক পরিধান করা বান্দার জন্য আবশ্যকীয় বিধান। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"আর তার নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে তৃপ্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য, যারা ফ্বকিহ।" (সূরহ রুম, আ: ২১)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي"

হযরত আনাস ﷺ বলেন, "নবী ﷺ বলেছেন- বান্দাহ যখন বিবাহ করে তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে। অতএব তাকে তার অবশিষ্ট অর্ধেক দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ।" (হাদিস সন্তার ২৫৪১; ছহিহুল জামে, ৪৩০, মান: সহিহ)

বিবাহকে অর্ধেক দ্বীন বলার কারণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস :

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ আমাদেরকে বলেছেন- হে যুবক দল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ বিবাহ চক্ষুকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজাত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ছিয়াম রাখে। কারণ তা

যৌন উত্তেজনাকে দমন করে।" (হাদিস সম্ভার ২৫৩৯; ছহিহ বুখারী, ৫০৬৫; ছহিহ মুসলিম, ৩৪৬৪, মান- ছহিহ)

জান্নাতের জিম্মাদারী প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

হযরত উবাদা বিন ছামিত ﷺ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমরা আমাকে ৬টি বিষয়ের জিম্মাদারী দাও তাহলে আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জিম্মাদারী হয়ে যাবো। আর তা হলো:- (১) কথা বললে সত্য বলবে, (২) ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে, (৩) আমানত রাখা হলে তা পূর্ণরূপে আদায় করবে, (৪) লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে, (৫) চক্ষু নিম্নগামী করবে, (৬) হাতকে সংবরণ করবে।" (মুসনাদে আহমাদ ২২৭৫৭; ছিলছিলা ছহিহা, ১৪৭০)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ حَرَسَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ"

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তিন শ্রেণীর চক্ষু জাহান্নাম দেখবে না। (১) যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কান্না করে, (২) যে চোখ আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়, (৩) যে চোখ আল্লাহর হারামকৃত বস্তু হতে নিম্নগামী হয়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১২৩১; ছিলছিলা ছহিহাহ ২৬৭৩)

অতঃপর চক্ষু সংযত রাখা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করার আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

"(হে নবী!) মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টি সংযত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সকল কিছু জানেন। আর মুমিন নারীদেরকে বলো, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" (সূরহ নূর, আ: ৩০-৩১)

অত্র আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ তা'য়ালা চক্ষু সংযত করা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। আর এই দুইটি হেফাজত করার উত্তম মাধ্যম হিসেবে আল্লাহর রছূল ﷺ যূব সমাজকে বিবাহের আদেশ দিয়েছেন।

অতএব, বিবাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ ও নবী রছূলগণ সহ সমগ্র মানবজাতির সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত বিবাহের আমল দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, বিবাহ সক্ষম ব্যক্তির জন্য একটি ওয়াজিব বিধান।

২. বিবাহের জন্য কনে দেখা

বিবাহের পূর্বে কনেকে দেখা অবশ্যই জরুরী এ কারণে যে, বিবাহের পরে যেন তাদের মনে একে অপরের প্রতি কোন অসন্তুষ্টি ও অরুচি না থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

নারীদের মধ্যে হতে তোমরা তোমাদের পছন্দ মত বিবাহ কর।" (সূরহ নিসা, আ: ৩)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟" قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"

হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা رضي الله عنه বলেন- "আমি একটি মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। আল্লাহর রছূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কী তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কারণ এই দেখা তোমাদের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা সৃষ্টি করবে।" (মুসনাদে আহমাদ; তিরমিযী; নাসাঈ; দারেমী; মিশকাত ৩১০৭)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ"

হযরত জাবির ﷺ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তখন যদি তার পক্ষে তার এমন কোন অঙ্গ দেখা সম্ভবপর হয়, যা তাকে বিবাহের দিকে ডাকে, তখন সে যেন তা দেখে।" (আবু দাউদ; মিশকাত ৩১০৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বলেন- "একজন লোক নবী ﷺ এর নিকটে এসে বলল, সে আনসারদের একটি মেয়েকে বিবাহের ইচ্ছা করেছে, আল্লাহর রছূল ﷺ বললেন, তাকে প্রথমে দেখে নাও। কেননা আনসারীদের কোন কোন লোকের চোখে দোষ আছে।" (মুসলিম; মিশকাত, বিবাহের অধ্যায় পাত্রী দেখা অনুচ্ছেদ, হা: ৩০৯৮)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ." قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- "রছূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে তখন সম্ভব হলে তার এমন কিছু যেন দেখে নেয় যা তাকে বিবাহে উৎসাহিত করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি একটি মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেবার পর তাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা-অন্তরে গোপন রেখেছিলাম। অতঃপর আমি তার মাঝে এমন কিছু দেখি যা আমাকে তাকে বিবাহ করতে আকৃষ্ট করলো। অতঃপর আমি তাকে বিবাহ করি।" (আবু দাউদ ২০৮২)

৩. একাধিক বিবাহ

বর্তমান সমাজে জ্ঞানহীনতার কারণে অনেক মুসলমানও একাধিক বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখে। অথচ একাধিক বিবাহের নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا ﴿۳﴾

"আর তোমরা বিবাহ করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি তোমরা ভয় করো যে, ইনসাফ করতে পারবে না; তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে অর্থাৎ অধিকারভুক্ত দাসী।" (সূরহ নিসা, আ: ৩)

অত্র আয়াতটিতে যদি আমরা একটু ভালোভাবে দেখি, তাহলে স্পষ্ট হবে যে, মহান আল্লাহ তা'য়ালা মুসলিম পুরুষদের জন্য দুইটি, তিনটি অথবা চারটি বিবাহের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ একজন মুসলিম পুরুষ দুইজন, তিনজন অথবা চারজন স্ত্রীকে একই সাথে পরিচালনা করতে পারবেন। ফলে যারা মুসলিম পুরুষের একাধিক বিবাহকে ঘৃণা করে, তারা হয়তো জ্ঞানহীন, মূর্খ অথবা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কাফের। কাজেই মুমিনদের জন্য উত্তম হবে মুসলিম পুরুষদের একাধিক বিবাহ দেখে ঘৃণা না করা; বরং তাকে একাধিক বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা। কারণ বর্তমান সমাজে যেই মুমিন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করলো, তা হোক দুই, তিন অথবা চার। সে একটি মৃত সুন্নাহকে জীবিত করলো।

এখন বিষয় হলো, যেহেতু একের অধিক বা একাধিক বিবাহ করা সুন্নাহ। অনেকেই আবার সূরহ নিসার ৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন- তবে তোমরা বিবাহ করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি এর অর্থ হলো ২+৩+৪=৯টি। আর আল্লাহর রছূল ﷺ এরও ৯টি স্ত্রী ছিলো। সেহেতু এখন আমাদের জানার বিষয় হলো একাধিক বিবাহ বলতে সর্বোচ্চ কয়টি স্ত্রীকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর হবে- চারটি। একজন মুসলিম পুরুষ সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীকে বিবাহ করে একই সাথে পরিচালনা করতে পারবেন। এর বেশি স্ত্রী পরিচালনা করা জায়েয নাই। যা ছাহাবী ﷺ গণের আমল থেকে প্রমাণিত।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ . وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيِّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا" .

হযরত হারিস ইবনু কায়িস ইবনু উমাইর আল আসাদী ﷺ বলেন- "আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। বিষয়টি আমি নবী ﷺ কে জানালে তিনি বললেন- তাদের মধ্য হতে যে কোনো চারজনকে বেছে নাও।" (সুনানে আবু দাউদ ২২৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ,হা:নং: ১৯৫২)

অন্য এক হাদিসে-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন- "যে সময় গাইলান ইবনে সালামা আস-সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন, সে সময় তার দশজন স্ত্রী ছিলো, যাদের তিনি বিবাহ করেছিলেন জাহিলিয়াতের যুগের মধ্যে। তার সাথে সাথে তারাও মুসলিম হয়। আল্লাহর রছূল ﷺ তাকে এদের মধ্যে যে কোনো চারজনকে বেছে নেওয়ার আদেশ দেন।" (সুনানে তিরমিজি ১১২৮; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৯৫৩)

অতএব, একজন মুমিন পুরুষ একাধিক বিবাহের মাধ্যমে মৃত সুন্নাহকে জীবিত করার সাওয়াব লাভ করবেন। আর তিনি একই সাথে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী পরিচালনা করবেন। যদি চারজনের একজন মারা যায় অথবা তালাকপ্রাপ্ত হয় তবে তার বদলে ঐ মুমিন ব্যক্তি আরো একজন স্ত্রী বিবাহ

করতে পারবেন। অর্থাৎ একজন মুমিন পুরুষ সর্বদা চারজন স্ত্রীকে একইসাথে পরিচালনা করার অনুমতি ইসলাম তাকে দিয়েছে। তবে তার বেশি অর্থাৎ চারের অধিক স্ত্রী একই সাথে পরিচালনা করা মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মাতের জন্য নাজায়েজ।

জানা প্রয়োজন: অনেক বিদ্বানগণই বলেন একাধিক বিবাহ সুন্নাহ নয় বরং জায়েজ। তবে একাধিক বিবাহ সুন্নাহ বিধান হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং একাধিক বিবাহ সুন্নাহ বিধান হওয়ার দলিল প্রমাণিত।

কেননা যেই আমল আল্লাহ বান্দাহর প্রতি বাধ্যতামূলক করে দেন নাই অর্থাৎ ফরজ ও ফরজে আইন করে দেন নাই। এবং যেই আমল আল্লাহ তা'য়ালা বা তার রছূল ﷺ মুমিনদের জন্য আবশ্যকীয় অর্থাৎ ওয়াজিব করে দেন নাই; সেই আমল আল্লাহর রছূল ﷺ এবং খলিফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সহযোগীগণের জীবদ্দশায় অধিক গুরুত্ব সহকারে পালনীয় বিষয়গুলোই সুন্নাহ।

যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহর রছূল ﷺ বলেন- "আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব আর অন্যটি হলো আমার সুন্নাহ।"

সুন্নাহ হলো পদ্ধতি, নিয়মনীতি; আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত বাণী বা বিধান যা আল্লাহর প্রদত্ত বিধান। এবং সেই বিধান কর্ম দ্বারা বাস্তবায়নের পদ্ধতি শিক্ষা দানের একমাত্র শিক্ষক সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রছূল মুহাম্মাদ ﷺ। অর্থাৎ আল্লাহর রছূল ﷺ এর জীবন পদ্ধতিই হলো রছূল এর সূন্নাহ। আর বিদ্বানগণ এই বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একমত যে আল্লাহর রছূল ﷺ এর একাধিক স্ত্রী ছিলেন। আল্লাহর রছূল ﷺ এর পর মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলিফা, খলিফাতুর রছূল ﷺ হযরত আবু বকর رضي الله عنه এরও একাধিক স্ত্রী ছিলেন।

খলীফাতুর রছূল ﷺ হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর স্ত্রী সংখ্যা

হযরত আবু বকর رضي الله عنه এর স্ত্রী সংখ্যা চারজন। তার মধ্যে একজন তালাকপ্রাপ্ত ও একজন মৃত।

হযরত আবু বকর ﵁ এর ১ম স্ত্রী হলেন কুতাইলা বিনতে আব্দুল উযযাহ। যার গর্ভে খলিফা আবু বকর ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তানের নাম হলো- আব্দুল্লাহ ﵁ এবং কন্যা সন্তানের নাম হলো- আসমা ﵂। হযরত আসমা ﵂ এর মা সম্পর্কে বর্ণিত একটি হাদিস-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَ أَبِيهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ»

আসমা ﵂ বলেন- "কুরাইশরা যে সময়ে নবী ﷺ এর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেছিলে। ঐ চুক্তিবদ্ধ সময়ে আমার মা তার পিতার সঙ্গে এলেন। আমি নবী ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম- আমার মা এসেছেন, তবে সে মুশরিক। আমি কি তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবো? তিনি বললেন- হ্যাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।" (ছহিহ বুখারী ৫৯৭৯, তাওহিদ পাবলিকেশন, মান- সহিহ)

হযরত আবু বকর ﵁ এর ২য় স্ত্রী উম্মে রুমান বিনতে আমের বিন উমাইমির ﵂। যিনি বনু কিনানা গোত্রের নারী ছিলেন। এবং ইসলামের শুরুর দিকেই তিনি আল্লাহর রছূল ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় থাকাকালীন অবস্থাতেই উম্মে রুমান ﵂ স্বামী মারা যান। অতঃপর তার কিছুদিন পরেই হযরত আবু বকর ﵁ তাকে বিবাহ করেন। উম্মে রুমানের গর্ভে হযরত আবু বকর ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তানের নাম- আব্দুর রহমান ﵁ এবং কন্যা সন্তানের নাম- আয়িশা ﵂। উম্মে রুমান বিনতে আমের বিন উমাইমির ﵂ ৬-ই হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু বকর ﵁ এর ৩য় স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস ﵂। তিনি মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় ইসলামের প্রথম দিকেই আল্লাহর রছূল ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তার প্রথম স্বামী হযরত জাফর বিন আবু

তালিব ﵁ এর সাথে সর্বপ্রথম তিনি হাবশায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে আবার তিনি মদিনায় হিজরত করেন। হযরত জাফর বিন আবু তালিব ﵁ যখন ৮ম হিজরতে মু'তার যুদ্ধে শহীদ হন; তার কিছু দিন পর হযরত আবু বকর ﵁ আসমা বিনতে উমাইস ﵁ কে বিবাহ করেন। আসমা বিনতে উমাইস ﵁ এর গর্ভ থেকে হযরত আবু বকর ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্র সন্তানের নাম- মুহাম্মান বিন আবু বকর ﵁।

হযরত আবু বকর ﵁ এর ৪র্থ স্ত্রী হাবিবা বিনতে খারিজা বিন যাইদ ﵁। তিনি বনু খাজরাজ গোত্রের নারী ছিলেন। আল্লাহর রছূল ﷺ এর হিজরতের পর তিনি আল্লাহর রছূল ﷺ এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবিবা বিনতে খারিজা বিন যাইদ ﵁ এর গর্ভ হতে হযরত আবু বকর ﵁ এর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আম্মাজান হযরত আয়িশা ﵁ সেই কন্যার নাম রাখেন উম্মে কুলসুম। হযরত আবু বকর ﵁ এর ইন্তেকালের কয়েক দিনের মাথায় হাবিবা বিনতে খারিজা ﵁ এর গর্ভ হতে উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

অর্থাৎ আবু বকর ﵁ এর দুইটি স্ত্রী মারা গেলেও পরবর্তী দুইটি স্ত্রী তিনি একসাথে পরিচালনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি একের অধিক বা একাধিক স্ত্রী একই সাথে পরিচালনা করেছেন।

প্রথম আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ﵁ এর স্ত্রী সংখ্যা

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর স্ত্রী ছিলো ৭ জন। তার মধ্যে ৩ জন তালাকপ্রাপ্ত।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ১ম স্ত্রী যয়নাব বিনতে মাযউন ﵁, যিনি হযরত উসমান ইবনে মাযউন ﵁ এর বোন। যয়নাব বিনতে মাযউন ﵁ এর গর্ভ হতে হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর দুইটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র দুইটি নাম হলো- আব্দুল্লাহ ﵁ ও বড় আব্দুর রহমান ﵁। আর কন্যার নাম হলো- হাফসা ﵁।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ২য় স্ত্রী মালিকা বিনতে জারওয়াল। মালিকা বিনতে জারওয়ালের গর্ভ হতে হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর দুটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তান দুটির নাম হলো- ওবায়দুল্লাহ ও বড় জায়িদ। অতঃপর হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ মালিকা বিনতে জারওয়ালকে তালাক প্রদান করেন।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ৩য় স্ত্রী কুরাইবা বিনতে আবু উমাইয়া। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ কুরাইবা বিনতে আবু উমাইয়াকেও তালাক প্রদান করেন।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ৪র্থ স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারিস। উম্মে হারিস প্রথমে আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা ﵁ এর স্ত্রী ছিলেন। ১৩ হিজরির ইয়ারমুখের যুদ্ধে হযরত ইকরামা ﵁ শহিদ হওয়ার পর তার স্ত্রী উম্মে হাকিম বিনতে হারিসকে হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ বিবাহ করেন। উম্মে হাকিম এর গর্ভ থেকে উমার ﵁ এর এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই কন্যা সন্তানের নাম হলো- ফাতেমা।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ৫ম স্ত্রী জামিলা বিনতে আসিম। যিনি বনু আওস গোত্রের কন্যা ছিলেন। স্বামীর আনুগত্যহীনতার কারণে উমর ইবনে খত্তাব ﵁ তাকে তালাক দেন। তার গর্ভে হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হলো- আসিম।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ৬ষ্ঠ স্ত্রী আতিকা বিনতে যায়দি ﵁। তার গর্ভ হতে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তার নাম হলো- আইয়াদ। তিনি (আতিকা ﵁) উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর শাহাদাত লাভের পর হযরত জুবায়ির ইবনে আওয়াম ﵁ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

হযরত উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর ৭ম স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আলী ﵁। তিনি হযরত আলী ﵁ ও ফাতেমা ﵁ এর কন্যা ছিলেন। উম্মে কুলসুমের

গর্ভ হতে উমার ইবনে খত্তাব ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তানের নাম হলো- জায়িদ। আর কন্যা সন্তানের নাম হলো- রুকাইয়া।

দ্বিতীয় আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ﵁ এর স্ত্রী সংখ্যা

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর স্ত্রী ছিলো ৮ জন। পর্যায়ক্রমে ৪জন উসমান ﵁ এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যু বরণ করেন। বাকি ৪জন পরবর্তী সময়ে।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ১ম স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ। রুকাইয়া এর গর্ভ হতে উসমান ﵁ এর একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রের নাম হলো- আব্দুল্লাহ।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ২য় স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ। হযরত রুকাইয়া ﵁ এর ইন্তেকালের পর উসমান ﵁ উম্মে কুলসুম ﵂ কে বিবাহ করেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ৩য় স্ত্রী ফাখতা বিনতে গাজওয়ান ﵁। ফাখতা ﵂ এর গর্ভ হতে উসমান ﵁ এর একজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।সেই পুত্রের নাম হলো- ছোট আব্দুল্লাহ।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ৪র্থ স্ত্রী উম্মে আমর বিনতে জুনদুব আল আজদিয়া ﵂। উম্মে আমর ﵂ এর গর্ভ হতে উসমান ﵁ এর ৪টি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র ৪টির নাম হলো- আমর, খালিদ, আবান, উমর। আর কন্যা সন্তানের নাম হলো- মারিয়াম। উম্মে আমর বিনতে জুনদুব আল আজদিয়া ﵂ হযরত উসমান ﵁ এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ৫ম স্ত্রী ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুস শামস। তার গর্ভ হতে উসমান ﵁ এর দুইটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তান দুইটির নাম হলো- ওয়ালিদ

ও সাইদ। আর কন্যা সন্তানের নাম হলো- উম্মে সা'দ। ফাতিমা বিনতে ওয়ালিদ ﵁ ও উসমান ﵁ এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ৬ষ্ঠ স্ত্রী উম্মুল বানিন বিনতে উমাইয়া ﵂। তার গর্ভ হতে উসমান ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রের নাম হলো- আব্দুল মালিক।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ৭ম স্ত্রী রামলা বিন্তে শায়বা ﵂। তার গর্ভ হতে উসমান ﵁ এর ৩ জন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তারা হলেন- আয়িশা, উম্মে আবান ও উম্মে আমর।

হযরত উসমান ইবনে আফফান ﵁ এর ৮ম স্ত্রী নায়লা বিনতে ফুরাফিসা ﵂। নায়লা বিনতে ফুরাফিসার গর্ব হতে উসমান ﵁ এর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই কন্যার নাম হলো- মারিয়াম।

তৃতীয় আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ﵁ এর স্ত্রী সংখ্যা

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৮ জন স্ত্রী ছিলেন। ৪ জন স্ত্রী পর্যায়ক্রমে ইন্তেকাল করেন। আর আলী ﵁ এর ইন্তেকালের সময় তার ৪জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ১ম স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ। ফাতিমা ﵂ এর গর্ভ হতে আলী ﵁ এর দুইটি পুত্র সন্তান ও দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র সন্তানদ্বয়ের নাম হলো- হাসান ﵁ ও হুসাইন ﵁। কন্যা সন্তানদ্বয়ের নাম হলো- বড় যাইনাব ﵂ ও বড় উম্মে কুলসুম ﵂। ফাতিমা ﵂ এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী ﵁ ২য় বিবাহ করেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ২য় স্ত্রী খাওলা বিনতে জাফর বিন কায়স। যিনি বনু হানাফিয়্যা গোত্রের নারী ছিলেন। খাওলা বিনতে জাফর বিন কায়স এর গর্ভ হতে আলী ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্র সন্তানের নাম হলো- বড় মুহাম্মাদ। যিনি মুহাম্মাদ আল হানাফিয়্যা

নামে প্রসিদ্ধ। খাওলা বিনতে জাফর বিন কায়স আলী ﵁ এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৩য় স্ত্রী লায়লা বিনতে মাসউদ। লায়লা বিনতে মাসউদ এর গর্ভ হতে আলী ﵁ দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম হলো- উবাইদুল্লাহ ও আবু বকর।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৪র্থ স্ত্রী উম্মুল বানিন বিনতে হিযাম। উম্মুল বানিন বিনতে হিযাম এর গর্ভ হতে আলী ﵁ এর ৪টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নাম হলো- বড় আব্বাস, উসমান, বড় জাফর ও আব্দুল্লাহ।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৫ম স্ত্রী সাহবা। সাহবা ﵂ এর গর্ভ হতে হযরত আলী ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের নাম হলো- বড় উমর। কন্যা সন্তানের নাম হলো- রুকাইয়া। সাহবা ﵂ আলী ﵁ এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৬ষ্ঠ স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস ﵂। আসমা বিনতে উমাইস ﵂ এর গর্ভ হতে আলী ﵁ এর দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম হলো- ইয়াহিয়া ও আউন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৭ম স্ত্রী উমামা বিনতে আবুল আস। উমামা ﵁ রছূল ﷺ এর নাতনী ছিলেন। আল্লাহর রছূল ﷺ এর বড় কন্যা যাইনাব ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র নাম হলো- আলী ইবনে আবুল আস। আর কন্যার নাম হলো- উমামা বিন্তে আবুল আস। পরবর্তীতে এই উমামা ﵁ কেই আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ বিবাহ করেন। উমামা ﵁ এর গর্ভ হতে আলী ﵁ এর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুত্রের নাম হলো- মুহাম্মাদ।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর ৮ম স্ত্রী উম্মু সাঈদ বিন্তে উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফি ﵂। উম্মু সাঈদ ﵂ এর গর্ভ হতে আলী ﵁ এর

দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নাম হলো- উম্মু হাসাব ও বড় রমলা। উম্মু সাঈদ ﵂ হযরত আলী ﵁ এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন।

অর্থাৎ এই উম্মাতের প্রথম স্থরের ৪ জন সাহাবী যাদেরকে খুলাফায়ে রাশিদীন বলা হয়, তারা সকলেই একাধিক বিবাহ করেছেন। অতএব একাধিক বিবাহ একটি সুন্নাত বিধান, যা কাটিয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"

হযরত ইরবাদ ইবনে সারিয়াহ ﵁ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমরা আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করবে। সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে এবং দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরে থাকবে।" (ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার, হা: নং: ৭; সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ৪৬০৭; সুনানে তিরমিজি, হা: নং: ২৬৭৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ১৭১৪৫, মান-সহিহ)

এছাড়াও অসংখ্য সাহাবী ﵃ গণের একাধিক বিবাহের আমল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই আমি দুইটি হাদিস উল্লেখ করেছি। প্রাসঙ্গিক কারণে আবারো উল্লেখ করছি।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ مُسَدَّدٌ ابْنِ عُمَيْرَةَ. وَقَالَ وَهْبٌ الأَسَدِيِّ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا".

হযরত হারিস ইবনু কায়িস ইবনু উমাইর আল আসাদী ﵁ বলেন- "আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিলো। বিষয়টি আমি নবী ﷺ কে জানালে তিনি বললেন- তাদের মধ্য হতে যেকোনো চারজনকে বেছে নাও।" (সুনানে আবু দাউদ ২২৪১; সুনানে ইবনে মাজাহ ১৯৫২)

কত দিনের পর একজন পুরুষ দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বিবাহ করতে পারবে :

উত্তর : এক স্ত্রী হতে অন্য স্ত্রী গ্রহণের মাঝে সর্বনিম্ন সাত অথবা তিনদিন সময় অতিবাহিত হতে হবে। আর সেই সময় নির্ধারিত করবে নতুন স্ত্রী।

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিস-

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ". قَالَتْ: ثَلِّثْ.

হযরত আবু বকর ইবনে আবু রহমান رحمه الله বলেন- "আমার পিতা বলেছেন- আল্লাহর রছূল ﷺ যখন উম্মু সালামাহ رضي الله عنها কে বিবাহ করলেন এবং তিনি (উম্মু সালামাহ) (রাত যাপনের পরে) নবী ﷺ এর নিকট থাকা অবস্থায় যখন সকাল হলো তখন নবী ﷺ তাকে বললেন- তোমার প্রতি তোমার স্বামীর কোনো অনাদর- অনাগ্রহ নেই। তুমি চাইলে তোমার কাছে সাতদিন (একাধারে) অবস্থান করব এবং তুমি চাইলে তিনদিন করব, এরপর (পালা করে) পরিক্রমা করব। উম্মু সালামাহ رضي الله عنها বললেন- তিনদিন (অবস্থান) করুন।" (সহিহ মুসলিম ৩৫১৪; হাদিস একাডেমি, ই: ফা: ৩৪৮৭, ইসলামিক সেন্টার: ৩৪৮৬)

আরেক হাদিসে এসেছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا». [الصحيحة ١٢٧١]

হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন'(সুন্নাত হলো) অকুমারী নারীর উপর কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে তার কাছে সাত দিন অবস্থান করবে। আর কুমারী মেয়ের উপর অকুমারী নারীকে বিবাহ করলে তার কাছে তিনদিন থাকবে' (বায়হাকী, ৭/৩০২; তারীখে বাগদাদ, ১০/৪০৬; ছহিহ মুসলিম, ১৪৬১; সিলসিলা ছহীহা, ১৮৯৪/১২৭১)

অনেকেই উক্ত হাদিসটি দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে বলেন যে, অকুমারী নারীর উপর কুমারী মেয়েকে বিবাহ করলে তার কাছে সাত দিন থাকতে

হবে, আর কুমারী মেয়ের উপর অকুমারী নারীকে বিবাহ করলে তিন দিন থাকতে হবে।

এই হাদিস টা মূলত স্বামীর এখতিয়ার এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন মতামতের জরুরত নাই যে, স্বামী তার কাছে তিন দিন থাকবে নাকি সাতদিন থাকবে?

কাজেই অত্র হাদিসের শিক্ষা হলো :

কোন পুরুষ অকুমারী নারীর উপর কুমারী নারীকে বিবাহ করলে সেই স্ত্রীর কাছে সাতদিন থাকবে অতঃপর দ্বীনের কাজে বের হয়ে যাবে।

আর কোন পুরুষ কুমারী নারীর উপর অকুমারী নারীকে বিবাহ করলে সেই স্ত্রীর কাছে তিন দিন থাকবে। অতঃপর দ্বীনের কাজে বের হয়ে যাবে।

আর আমি উপরে উল্লেখিত উম্মে সালামা ﵂ এর হাদিসটি দ্বারা আলোচনা করেছি যে, কোন পুরুষ ব্যক্তি বিবাহ করলেই বাসর রাতের পরের দিন সকালে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা উত্তম যে, তার কাছে সে তিন দিন থাকবে, নাকি সাত দিন থাকবে। ঠিক যেমন আল্লাহর রছূল ﷺ আম্মাজান উম্মে সালামা ﵂ কে জিজ্ঞাসা করেছিল। এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে স্ত্রীর বাহ্যিক দ্বীনদারীতাও পরিলক্ষিত হবে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি।

৪. স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা

একজন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ করা একটি সুন্নাহ। যা আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে একজন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে অবশ্যই শর্ত রয়েছে। সেই শর্ত সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"আর যদি ভয় করো যে, তোমরা (স্ত্রীগণের প্রতি) ইনসাফ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে (সেই দাসীকে বিবাহ কর)। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা জুলুম করবে না।" (সূরহ নিসা, আ: ৩)

অর্থাৎ একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'য়ালা একটি শর্ত প্রদান করেছেন। আর সেই শর্ত হলো- স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করতে হবে।

জানা প্রয়োজন: একজন পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। আর স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা ওয়াজিব। এই দুইটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? অবশ্যই ওয়াজিব বিধান পালনের গুরুত্বই বেশি।

অতএব যদি কোনো মুসলিম পুরুষ স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করতে না পারে এমন আশংকা থাকে। তবে তার জন্য বিধান হলো একটি বিবাহ করা। এতে সেই ব্যক্তির দুটি ওয়াজিব বিধান পালন করা হবে।

[১] যেহেতু বিবাহ করা ওয়াজিব, সেহেতু একটি বিবাহ করার মাধ্যমেই বান্দাহর একটি ওয়াজিব বিধান পালন করা হয়ে যায়।

[২] একজন স্ত্রীর প্রতিই ইনসাফ করার মাধ্যমে আরেকটি ওয়াজিব বিধান পালন করা হয়। তবে একটি পুরুষের জন্য একটি স্ত্রী বিবাহ করার নির্দেশনা এই কারণে যে, সেই ব্যক্তি স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না।

অর্থাৎ বিবাহর ক্ষেত্রে স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, "নবী ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি দুজন স্ত্রী থাকা অবস্থায় তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ল, কিয়ামতের দিন সে পঙ্গু অবস্থায় উপস্থিত হবে।" (সুনানে আবু দাউদ ২১৩৩)

সুতরাং বিবাহের একটি মূল বিষয় হলো স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা। অতএব জানা প্রয়োজন যে, স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ বলতে কি বোঝায়? কেননা অনেক মানুষই রয়েছে যারা স্ত্রীর প্রতি ইনসাফ করা বলতে সকল স্ত্রীকে সমান সমান ভালোবাসতে হবে এটা বোঝে। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা বলতে সকল স্ত্রীকে সমান সমান ভালোবাসতে হবে এটা

বোঝায় না। যদি স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করা সম্পর্কে আয়াত ও হাদিসগুলো একটু ভালোভাবে দেখি তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে ইংশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"আর যদি ভয় কর যে, তোমরা (স্ত্রীগণের প্রতি) ইনসাফ করতে পারবে না; তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে (সেই দাসীকে বিবাহ কর)। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা জুলুম করবে না।" (সূরহ নিসা, আ: ৩)

আবার অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"আর তোমরা যতোই আকাঙ্ক্ষা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কখনো সমান আচরণ করতে পারবে না।" (সূরহ নিসা, আ: ১২৯)

অতএব সূরহ নিসার ৩ নং আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষ ব্যক্তির জন্য একাধিক বিবাহের বৈধতা দিয়েছেন এই শর্তে যে, তাদের প্রতি ইনসাফ করতে হবে। আবার সূরহ নিসার ১২৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- তোমরা আকাঙ্ক্ষা করলেই তা কখনো পারবে না। অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, একাধিক স্ত্রীর প্রতি একজন পুরুষ ইনসাফ করতে চাইলেও ইনসাফ করতে পারবে না।

সুতরাং এখন বুঝতে হবে যে, যেহেতু একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে এ শর্তের উপর যে, তাদের প্রতি ইনসাফ করতে হবে। আবার আল্লাহ তা'য়ালাই স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আকাঙ্ক্ষা করলেও কখনোই স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না। তাহলে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরহ নিসার ৩ নং আয়াতে কোন ইনসাফের কথা উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের বুঝতে হবে।

কেননা একজন ব্যক্তির তার স্ত্রীগণের প্রতি ইনসাফ করার পদ্ধতি রয়েছে দুই প্রকারের।

[ক] অন্তরের ভালোবাসা সকল স্ত্রীগণের প্রতি সমান সমান রাখা।

[খ] স্ত্রীগণের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা পূরনের মাধ্যমে সকল স্ত্রীগণের প্রতি সমান সমান আচরণ করা।

অতএব প্রথম প্রকারের ইনসাফ কোনো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ এই প্রকারের ইনসাফ করাটা মানুষের সক্ষমতার বাইরে, যা নিতান্তই অন্তরের বিষয়।

আর এই সম্পর্কেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

"আর তোমরা যতোই আকাঙ্ক্ষা করো না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ কখনোই করতে পারবে না।" (সূরহ নিসা, আ: ১২৯)

অর্থাৎ অন্তরের ভালোবাসা দ্বারা ইনসাফ করাটা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না।" (সূরহ বাকারহ, আ: ২৮৬)

যেহেতু সূরহ নিসার ৩নং আয়াতে স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করা শর্তটি সকল স্ত্রীর প্রতি সমান সমান ভালোবাসা দ্বারা ইনসাফ বোঝায়নি। সেহেতু স্পষ্ট যে, এই ইনসাফ করা দ্বারা স্ত্রীগণের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা পূরণের মাধ্যমে সকল স্ত্রীগণের প্রতি সমান সমান আচরণ করা বোঝানো হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

স্ত্রীগণের প্রতি পালনীয় ইনসাফ :

■ ১. সকল স্ত্রীগণকে নিজের নিকটস্থ রাখা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস করো সেখানে তাদেরকে বাস করতে দাও। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না।" (সূরহ ত্বলাক, আ: ৬)

■ ২. স্ত্রীগণের সাথে রাত্রিযাপনে ইনসাফ করা

একাধিক স্ত্রী থাকা কালে রাত্রী যাপনের ক্ষেত্রে এক স্ত্রীর প্রতি অধিক ঝুঁকে না পড়ে পালাক্রমে সকল স্ত্রীদের সাথেই সমান সমান ভাবে রাত্রী যাপন করতে হবে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ أَصْبَحَ عِنْدَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي» . فَقَالَتْ: بَلْ ثَلِّثْ.

হযরত আবু বকর ইবনে আবু রহমান ﵀ বলেন- "আমার পিতা বলেছেন- আল্লাহর রছূল ﷺ যখন উম্মু সালামাহ ﵂ কে বিবাহ করলেন এবং তিনি (উম্মু সালামাহ) (রাত যাপনের পরে) নবী ﷺ এর নিকট থাকা অবস্থায় যখন সকাল হলো তখন নবী ﷺ তাকে বললেন- তোমার প্রতি তোমার স্বামীর কোনো অনাদর- অনাগ্রহ নেই। তুমি চাইলে তোমার কাছে সাতদিন (একাধারে) অবস্থান করব এবং তুমি চাইলে তিনদিন করব, এরপর (পালা করে) পরিক্রমা করব। উম্মু সালামাহ ﵂ বললেন- তিনদিন (অবস্থান) করুন।" (সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৩৫১৪; হাদিস একাডেমি, ই: ফা: ৩৪৮৭, ইসলামিক সেন্টার: ৩৪৮৬)

অর্থাৎ নতুন বিবাহের পর স্ত্রীর নিকট ৭দিন অথবা ৩দিন একাধারে রাত্রী যাপনের প্রস্তাব স্বামীর পক্ষ হতে নতুন স্ত্রীকে দিতে হবে, তবে সাতদিনের বেশি নয়। কেননা এতে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ঘাটতি প্রকাশ পাবে।

অতঃপর স্ত্রী যদি আল্লাহভীরু হয় তবে সে নিজে থেকেই তিন দিন সময় বেছে নিবে। এরপর যদি পুরুষ একক বিবাহ করে থাকে তবে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হবে। আর মাঝে মাঝে স্ত্রীকেও সময় দিবে। আর যদি সেই ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী বিবাহ করে থাকে তবে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজেও সময় দিবে এবং মাঝে মধ্যেই পালাক্রমে সে তার স্ত্রীগণের সাথে রাত্রী যাপন করবে। এ ক্ষেত্রে এটাও জানা প্রয়োজন যে স্ত্রীদের নির্ধারিত রাতে পালাক্রমে রাত্রী যাপন করার মানে এই নয় যে প্রতি রাতেই প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গেই সহবাস করতে হবে। বরং সহবাস স্বামীর ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে এক স্ত্রীর নির্ধারিত দিনে ও রাত্রে সেই স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা সঠিক নয়।

■ ৩. স্ত্রীগণের প্রতি খরচ প্রদানে ইনসাফ করা

আম্মাজান আয়িশা ﵂ বলেন-

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ»

"আল্লাহর রছূল ﷺ স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন করে বলতেন- হে আল্লাহ! এটা আমার পক্ষ থেকে ইনসাফ, যতটুকু আমার সম্ভব হয়েছে। আর যা আপনার নিয়ন্ত্রণে এবং আমার সাধ্যের বাইরে, সে জন্য আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২১৩৪; সুনানে তিরমিজি, হা: নং: ১১৪০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হা: নং: ১৯৭১)

বিবাহের প্রকারভেদ

বিবাহ চার প্রকার। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

■ ১. আছলি বিবাহ

আছলি বিবাহ অর্থ আসল বা মূল বিবাহ, যা স্বামী-স্ত্রীর সংসার স্থায়িত্ব রাখার লক্ষ্যে করে থাকে।

বিবাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

"তবে তোমরা বিবাহ করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুইটি, তিনটি অথবা চারটি।" (সূরহ নিসা, আ:৩)

■ ২. মুত'আহ বিবাহ

মুত'আহ বিবাহ অর্থ সাময়িক বিবাহ বা অস্থায়ী বিবাহ।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﵁ এবং ছালামা ইবনে আকওয়া ﵁ বলেন- আমরা কোনো এক সেনাবাহিনীতে ছিলাম, তখন আল্লাহর রছূল ﷺ এর প্রেরিত এক ব্যক্তি আমাদের নিকট বললেন, তোমাদেরকে সাময়িক (মুত'আহ) বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা সাময়িক (মুত'আহ) বিবাহ করতে পারো।

قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ وَالمَرْأَةَ إِذَا تَوَافَقَا عَلَى المُتْعَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ خَاصًّا أَوْ عَامًّا. وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (البُخَارِيُّ): يُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»

ইবনে আবূ যিব ﵀ বলেন, আয়াস ইবনে সালাম ইবনে আকওয়া তার পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, যে কোনো পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে (মুত'আহ বিবাহ করতে) একমত হলে তাদের পরস্পরের এই সম্পর্ক

তিন রাতের জন্য গণ্য হবে। এরপর তারা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী করতে পারে অথবা বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। বর্ণনাকারি বলেন- আমরা জানিনা এ ব্যবস্থা শুধু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো, না সমাজের জন্য উন্মুক্ত ছিলো।

আবু আব্দুল্লাহ ﵀ অর্থাৎ ইমাম বুখারী ﵀ বলেন- আলী ﵁ নবী ﷺ থেকে এটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, মুত'আহ বিবাহ প্রথা রহিত (বাতিল) হয়ে গেছে। (ছহিহ বুখারী, ই: ফা:, হা: নং: ৪৭৪৮, মান-সহিহ)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

হযরত হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ও তার ভাই আব্দুল্লাহ তাদের পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন- "আলী ﵁- ইবনে আব্বাস ﵁ কে বলেছেন- নবী ﷺ খয়বার যুদ্ধে মুত'আহ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাওয়া নিষেধ করেছেন।" (ছহিহ বুখারী, ই. ফা., হা: নং: ৪৭৪৬, মাহ- ছহিহ)

■ ৩. শিগার বিবাহ

শিগার বিবাহ অর্থ মোহরানা ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ বিবাহ।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ. قَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَنْكِحَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ عَلَى أَنْ يَنْكِحَهُ الآخَرُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵁ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ শিগার বিবাহ নিষেধ করেছেন। মুসাদাদ ﵀ বলেন- আমি নাফি ﵀ কে জিজ্ঞেস করলাম- শিগার কি? তিনি বললেন- কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এই শর্তে যে, ঐ ব্যক্তিও তার কাছে তার কন্যাকে বিবাহ দিবে মোহর ছাড়া। অথবা কোনো ব্যক্তি নিজের বোনকে অন্য এক

ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিবে এশর্তে যে, তার বোনকেও এ ব্যক্তি বিবাহ করবে মহর ছাড়া।" (সুনানে আবু দাউদ ২০৭৫, মান ছহিহ)

■ ৪. হিল্লা বিবাহ

হিল্লা বিবাহ অর্থ তিন তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে তালাক প্রদানকারী স্বামী ফিরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সাময়িক চুক্তিবদ্ধ বিবাহ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالاَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

হযরত আলী ﷺ ও জাবির ﷺ হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেছেন- "যে লোক হিল্লা করে এবং যে লোকের জন্য হিল্লা করা হয় তাদের উভয়ের প্রতি আল্লাহর রছূল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন।" (জামে তিরমিজি, হা: নং: ১১১৯, মান- সহিহ)

(হিল্লা বিবাহ সম্পর্কে আরো স্পষ্টভাবে জানতে আমার লিখা "ইসলামে সামাজিক জীবন" গ্রন্থটির ৩৯ নং পৃষ্ঠা পড়ুন।)

অতঃপর, আছলি বিবাহ ব্যতীত বাকি তিনটি পদ্ধতির বিবাহই হারাম বা নিষিদ্ধ।

বিবাহ দেওয়ার বিধান

বিবাহ করা যেমন ওয়াজিব বিধান, ঠিক তেমনি একজন অভিভাবকের জন্য ওয়াজিব বিধান হলো- তার অধীনস্ত নারী-পুরুষ অবিবাহিত থাকলে তাদের বিবাহ দেওয়া।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।।" (সূরহ নূর, আ: ৩২)

বিবাহটা ইসলামের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহের মাধ্যমে মানুষের চরিত্রের উন্নতি সাধন হয়। বিবাহ অনেকাংশেই ঈমানের ঢালস্বরূপ কাজ করে এবং ব্যক্তির বিবেক-বুদ্ধির পূর্ণতা পায় ও বহু কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। সেজন্যই বিবাহের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে ইসলাম।

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً.

সা'ঈদ ইবনু যুবায়র ﵁ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন যে- "ইবনু 'আব্বাস ﵄ আমাকে বললেন- তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, বিবাহ কর। কারণ, এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল।" (সহিহ বুখারী, হাদিসঃ ৫০৬৯, আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৯৬, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৯৯)

বিবাহের মাধ্যমে যে, শুধু ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধির পূর্ণতা লাভ করে তা নয়। বরং মুসলমানদের জনশক্তিও বৃদ্ধি পায়। কাজেই মুসলমানদের একাধিক বিবাহ ও একাধিক সন্তান গ্রহণ জরুরী। কিন্তু মুসলমানদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে অতি কৌশলে ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদেরকে বিরত

রাখছে। আর সেই অতি কৌশলটাই হলো কাফেরদের তৈরি করা আইন। একটু পেছনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে আরাকানের মুসলমানদের প্রতি বৌদ্ধদের বর্বরতার ইতিহাস। শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফী সেই ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন, বৌদ্ধরা মুসলমানদেরকে দিয়ে নিম্নমানের ও কঠিন থেকে কঠিন কাজ করতে বাধ্য করতো। যেমন কাপড় কাচা, রাস্তা পরিষ্কার, বিল্ডিং নির্মাণ, রাস্তা নির্মানসহ বিভিন্ন কঠিন ও নিম্নমানের কাজ করতে তাদের বাধ্য করা হতো। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা যে সামান্য পারিশ্রমিক পেত বেশির ভাগ সময় তারা তা থেকেও বঞ্চিত হতো। তারা মুসলমানদের বাধ্য করে তাদের ক্ষেত-খামারে কাজ করাতো এবং কোন বিনিময় ছাড়াই ফসলাদি তাদের ঘরে পৌঁছে দিতে বাধ্য করতো। যারা এটা না করতো তারা তাদের কোন কৈফিয়ত ছাড়াই হত্যা করতো এবং বৌদ্ধরা মুসলমানদের অন্য কোন রাষ্ট্রে গিয়ে কাজ করার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এমন কি তারা তাদের হাজ্জ করারও অনুমতি দেয় না। তারা মুসলিম কৃষকদের উপর অনেক বড় ধরনের কর আরোপ করে। এবং মুসলমানদের বিবাহের ওপরও অনেক বড় ধরনের কর ধার্য করে, যাতে এতো টাকা কর পরিশোধ করে দরিদ্র মুসলমান বিবাহ না করতে পারে। আবার কখনো কখনো কয়েক বছরের জন্য বিবাহ-শাদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যাতে মুসলমানরা যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায় এবং বৌদ্ধরা মুসলমানদের দ্বীন পালন করতে দেয় না।

তারা তাদের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু যাদের অন্তরের গভীরে ইসলাম প্রবেশ করেছে এতো নির্যাতনের পরও যাদের অন্তর থেকে ইসলাম বের হয়নি। তারা এতো তাড়াতাড়ি দমবার পাত্র নয়। এইতো কিছুদিন পূর্বে আরাকানে আবার ভয়াবহ মুসলিম গণহত্যা শুরু হয়েছে। এর কারণ, কয়েকজন ইসলাম প্রচারক বা তাবলীগ জামাতের (ভাইয়েরা) লোক। মুসলিম এলাকায় ঘুরে ঘুরে ইসলাম প্রচার করছিলো। মানুষকে কুরআন, নামাজ সহ ইসলামী বিধি-বিধান সমূহ শিক্ষা দিচ্ছিল। মুসলমান যুবক-যুবতীর মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করছিল। কিন্তু কয়েক জন বৌদ্ধ এসে তাদের

বাঁধা দিল এবং তাদেরকে প্রহার করতে লাগল। প্রহারের এক পর্যায়ে তারা জিহবা টেনে বের করে রশি দিয়ে বেঁধে টানতে লাগল আর বলতে লাগল- ‘‘তোরা ক্যান মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকছ এবং মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দেছ?’’ এবং টানতে টানতে তাদের জিহবা ছিড়ে ফেলল। অতঃপর তাদের হাত পা কেটে সকলকেই হত্য করে ফেলল। (উপরোক্ত আলোচনাটি আরাকানের মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশা প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে- লেখক শায়েখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

উপরোক্ত আলোচনার আরাকানের মুসলমানদের মতো আমাদের দেশের অবস্থাও তাই, মুসলমানদের জন্য বিবাহের বয়স বাধ্যতামূলক করে দেওয়ায় এবং বাল্য বিবাহের নামে যুব বিবাহ বন্ধ করার দরুনই এই দেশে যিনা-ব্যভিচার অধিক বেড়েছে। দৈনিক পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা যায় প্রতিদিন ৫/৭ জন নারী ধর্ষণের খবর। যা এই দেশের আদর্শ মুসলিম পরিবারকে যথেষ্ঠ ভাবিয়ে তুলেছে। এদেশে ইহুদীদের পরামর্শে অতি কৌশলে মুসলিম নিধন আইন বাস্তবায়ন করেছে। যার শ্লোগান ২টির বেশি ৩টি নয়, এক হলেই ভালো হয়। এই শ্লোগানটি কুফুরি শ্লোগান। যে বা যারা এই শ্লোগান দিবে এবং মনে প্রানে মেনে নিবে বা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে, সে মূলত কুফুরি আইনকেই বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে। তো যাই হোক, যেই বিষয় থেকে আলোচনা এসেছে- বিবাহের বিষয়ে গুরুত্ব।

বিবাহের প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার (শারীরিক) সামর্থ আছে, সে যেন বিবাহ করে; কেননা তা অধিকতর দৃষ্টি সংরক্ষণকারী এবং গুপ্তাঙ্গ রক্ষাকারী। বিবাহে যার (শারীরিক ভাবে) সামর্থ নাই। সে যেন সিয়াম পালন করে, কেননা তা তার উত্তেজনা নিবারণকারী। (ছহিহ বুখারী ১৯০৫, ৪০৬৬; মুসলিম ১৪০০)

বিবাহের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ

তোমরা মেয়েদের অভিভাবকের অনুমতিক্রমে তাদের বিবাহ কর, যথার্থ ভাবে তাদের মোহর প্রদান কর, যেন তারা বিবাহের দূর্গে সুরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে এবং অবাধ যৌনচর্চা ও গোপন বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। (সূরহ নিসা, আ: ২৫)

উক্ত আয়াতে বিবাহ না দেওয়া বা বিবাহ দিতে বিলম্ব করায় বড় যেই ক্ষতিটি হবে সে বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। বিবাহের মাধ্যমে একজন নারী তার স্বামী পরিবার সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করতে পারে এবং মোহরনার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ

স্ত্রী হচ্ছে তোমাদের পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। (সূরহ বাকারহ, আ: ১৮৭)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজন দুজনার পোশাক। আর বিবাহের মাধ্যমে তারা দুজন দুজনের নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে দূর করে মানবদেহে পোশাক আবৃত করার নেয় আবৃত করে দেয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

আর আল্লাহর একটি বড় নির্দশন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের স্ত্রীর ব্যবস্থা করেছেন, তোমরা যেন তাদের কাছ থেকে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে তিনি প্রেম, ভালোবাসা ও প্রীতি-প্রণয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরহ রুম, আ: ২১)

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে যে, নারীকে পুরুষ হতে সৃষ্টি করে বিবাহের ব্যবস্থা করা মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি নিদর্শন। পুরুষের জন্য নারী

তৃপ্তিদায়ক বস্তু, সেই তৃপ্তি অটুট রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহের দ্বারা প্রেম ভালোবাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিবাহ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রছূল মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল নবী-রছূলদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ দান। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ؕ

তোমার পূর্বে আমি অনেক রছূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। (সূরহ রা'দ, আ: ৩৮)

আর বিবাহ আল্লাহর নবী ﷺ এর সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

হযরত আনাস رضي الله عنه বলেন, ...আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ছিয়াম পালন করি, ছিয়াম ভঙ্গও করি, রাতে ছলাত আদায় করি, নিদ্রাও যাই এবং বিবাহও করি। এই হচ্ছে আমার নীতি আদর্শ। অতএব, যে ব্যক্তি আমার এই নীতি মানবে না, সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য হবে না। (ছহিহ বুখারী ও মুসলিম- ঈমান অধ্যায় কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ, হা: ১৪৫)

সুতরাং বিবাহ করাটা আল্লাহর রছূল ﷺ এর সুন্নাহ। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাহের প্রতি অনিহা করলে তা কুফুরির শামিল।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ ﵁ বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ উসমান ইবনে মাউযুনকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীয (খাসি) হয়ে যেতাম। (সহিহ বুখারী, নিকাহ অধ্যায়, হা: ৩০৮, ৫০৭৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪০২)

বিবাহের ফজিলত

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

হযরত আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন কোন বান্দাহ বিবাহ করে, সে তার দ্বীনকে অর্ধেক পূর্ণ করে। সে যেন বাকী অর্ধেকের জন্য আল্লাহকে ভয় করে। (মিশকাতুল মাসাবীহ ৩০৯৬)

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سَلِيمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ»

আনাস ইবনু মালিক ﵁ বলেন, আল্লাহ রছূল ﷺ বলেছেন, যে পবিত্র হয় এবং পবিত্র ভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে ইচ্ছা করে, সে যেন স্বাধীনা স্ত্রীলোক বিবাহ করে। (ইবনে মাজাহ ১৮৬২)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ، وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন এ শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহর সাহায্য করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। ১। যে দাস নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চায়। ২। যে ব্যক্তি বিবাহ করে নিজের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। ৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যেতে চায়। (সুনানে নাসাই, হা: ৩১৬৬)

যার অর্থ-সম্পদ নেই এমন দরিদ্র ব্যক্তিও বিবাহ করতে পরবে এবং বিবাহ করা উত্তম :

যারা বিবাহ করিতে আর্থিকভাবে অক্ষম তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচূর্যময়, সর্বজ্ঞ। (সূরহ নূর, আ: ৩২)

অর্থাৎ আল্লাহ বললেন- বিবাহ করলেই মানুষ আর্থিক দায়িত্বভারে পর্যুদস্ত হবে- এমন কোন কথা নেই, বরং উল্টোটারই সম্ভাবনা বেশি। আর তা হচ্ছে অধিক সন্তান হলে অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা তার ধনমাল বাড়িয়ে দেন। আবূ বকর ﵁ বলেছেন- তোমরা বিবাহের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ পালনে তাঁর আনুগত্য করো। তাহলে ধন-সম্পত্তি দানের যে ওয়া'দা তিনি করেছেন তা তোমাদের জন্য পূরণ করবেন (ইবনে কাসীর)।

قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمفَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَه'' ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَه'' فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّه'' لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِه,, فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَه'' رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُه'' فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَه'' لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْه'' شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْه'' لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْه'' شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُه'' قَامَ فَرَآه'' رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِه,, فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُوَرَةُ كَذَا وَسُوَرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

সাহল ইবনু সা'দ ﷺ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রছূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রছূল! আমি আমার জীবনকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে এসেছি। নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। তারপর তিনি মাথা নিচু করলেন। যখন মহিলাটি দেখল, নবী ﷺ তার সম্পর্কে কোন ফয়সালা দিচ্ছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এরপর নবী ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রছূল! যদি আপনার বিবাহের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার সঙ্গে এর বিবাহ দিয়ে দিন।

রছূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর করলো- না, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রছূল! আমার কাছে কিছুই নেই। রছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে দেখ, কিছু পাও কিনা। এরপর লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই পাইনি। এরপর রছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আবার দেখ, লোহার একটি আংটিও যদি পাও।

তারপর লোকটি আবার ফিরে গেল। এসে বলল, হে আল্লাহর রছূল! তাও পেলাম না, কিন্তু এই আমার লুঙ্গি (শুধু এটাই আছে)। (রাবী) সাহল ﷺ বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি এর অর্ধেক তাকে দিতে চাইল। তখন রছূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, সে তোমার লুঙ্গি দিয়ে কী করবে? তুমি যদি পরিধান কর, তাহলে তার কোন কাজে আসবে না, আর সে যদি পরিধান করে, তবে তোমার কোন কাজে আসবে না। তারপর বেশ কিছুক্ষণ লোকটি নীরবে বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

সে যেতে উদ্যত হলে নবী ﷺ তাকে ডেকে আনলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী পরিমাণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ আছে? সে বলল, আমার অমুক অমুক সূরহ মুখস্থ আছে এবং সে গণনা করল। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি তোমার মুখস্থ আছে। সে বলল, হাঁ। নবী ﷺ বললেন, যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে তোমার কাছে এ মহিলাটিকে তোমার অধীনস্থ করে (বিবাহ) দিলাম। (ছহিহ বুখারি, ৫০৮৭, মান-ছহিহ)

আলোচ্য হাদীসের ঘটনার উল্লেখ করে ইবনে কাসীর লিখেছেন- আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম দয়া-অনুগ্রহ সর্বজনবিদিত। তিনি তাঁকে (আনাস বিন

মালিককে) এত পরিমাণ রিয্ক্ব দান করলেন যে, তা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। অতএব কোন মুসলিম যুবকেরই আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ অবিবাহিত কুমার জীবন যাপনে প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। বরং আল্লাহর রিয্ক্বদাতা হওয়া- আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও দানের উপর অবিচল বিশ্বাস থাকা উচিত।

বিবাহ করার শারীরিক সক্ষমতা না থাকলে ছিয়াম পালন করা উত্তম :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: ‘‘আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে একদল যুবক ছিলাম, আর আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। এই অবস্থায় রছূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বললেন: ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহের সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। আর যার বিবাহের সামর্থ্য নেই, সে যেন সিয়াম (রোজা) পালন করে। কেননা সিয়াম তার যৌনতাকে দমন করে।’’’ (ছহিহ বুখারি, ৫০৬৬, মান-ছহিহ)

হাদীসে ’যুব সম্প্রদায়’ কাদের বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে ইমাম নাবাবী লিখেছেন- আমাদের লোকদের মতে যুবক-যুবতী বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা বালেগ [পূর্ণ বয়স্ক] হয়েছে এবং ত্রিশ বছর বয়স পার হয়ে যায়নি। আর এ যুবক-যুবতীদের বিবাহের জন্য রছূল (ﷺ) তাকীদ করলেন কেন, তার কারণ সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী তার বিশ্ববিখ্যাত বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ "উমদাতুল ক্বারী" গ্রন্থে লিখেছেনঃ "হাদীসে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীদের বিবাহ করতে বলার কারণ এই যে, বুড়োদের অপেক্ষা এ বয়সের লোকদের মধ্যেই বিবাহ করার প্রবণতা ও দাবী অনেক

বেশী বর্তমান দেখা যায়। যুবক-যুবতীদের বিবাহ যৌন সম্ভোগের পক্ষে খুবই স্বাদপূর্ণ হয়। মুখের গন্ধ খুবই মিষ্টি হয়, দাম্পত্য জীবন যাপন খুবই সুখকর হয়, পারস্পরিক কথাবার্তা খুবই আনন্দদায়ক হয়, দেখতে খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, স্পর্শ খুব আরামদায়ক হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী তার জুড়ির চরিত্রে এমন কতগুলো গুণ সৃষ্টি করতে পারে যা খুবই পছন্দনীয় হয়, আর এ বয়সের দাম্পত্য ব্যাপার প্রায়ই গোপন রাখা ভাল লাগে। যুবক বয়স যেহেতু যৌন সম্ভোগের জন্য মানুষকে উন্মুখ করে দেয় এ কারণে তার দৃষ্টি যে কোন মেয়ের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এবং সে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় পড়ে যেতে পারে।

এজন্য রছূল (ﷺ) এ বয়সের ছেলে-মেয়েকে বিবাহ করতে তাকীদ করেছেন এবং বলেছেনঃ বিবাহ করলে চোখ যৌন সুখের সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবে না এবং বাহ্যত তার কোন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। এ কারণে রছূল ﷺ যদিও কথা শুরু করেছেন যুবক মাত্রকেই সম্বোধন করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহের এ তাকীদকে নির্দিষ্ট করেছেন কেবল এমন সব যুবক-যুবতীদের জন্য যাদের বিবাহের সামর্থ্য আছে। অন্যথায় তারা সওম পালন করবে। সওম পালন তাদের যৌন উত্তেজনা দমন করবে। কারণ পানাহারের মাত্রা কম হলে যৌন চাহিদা প্রদমিত হয়।

জানা প্রয়োজন: উল্লেখিত হাদিসে সক্ষমতা বলতে শুধুই মাত্র শারীরিক সক্ষমতা থেকে বোঝানো হয়েছে, আর্থিক সক্ষমতা নয়। কেননা আর্থিক অক্ষম ব্যক্তিদের বিবাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদের আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- 'তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়া দিবেন। আল্লাহ তো প্রাচূর্যময়, সর্বজ্ঞ'। (সূরহ নূর, আ: ৩২)

অতএব, অত্র হাদিসের সক্ষমতাকে আর্থিক সক্ষমতা দ্বারা ব্যাখ্যা করলে সম্পূর্ণরূপে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে যাবে। ''দরিদ্র অর্থ-সম্পদ নেই এমন ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে এবং বিবাহ করা উত্তম'' সম্পর্কে আমি উপরে একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছি যা একটু ভালোভাবে পাঠ করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন, ইংশাআল্লাহ। হাদিসের পরের অংশ- 'যার সামর্থ্য নেই' অর্থাৎ- এখানে শারীরিক অক্ষম বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে যারা স্ত্রী সহবাসে অক্ষম তবে যৌন উত্তেজনা রয়েছে।

যে গুণাবলি দেখে কনেকে বিবাহ করতে হবে

ইসলাম শুধু বিবাহের আদেশ দিয়েছে তা নয়; বরং বিবাহের জন্য উপযুক্ত কনেকে বাছাইয়ের জন্যও গুরুত্ব দিয়েছে। আর বিবাহের জন্য কনের একটি বিশেষ গুণ যাচাই করা জরুরী, তা হলো তার দ্বীনদারী। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের মান-মর্যাদা অধিক উন্নত করে দিবেন। (সূরহ মুজদালাহ, আ: ১১)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাক্বী। (সূরহ হুজুরত, আ: ১৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ﷺ বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, পৃথিবীর সবকিছুই ভোগ ও ব্যবহারের সামগ্রী। আর সবচেয়ে উত্তম ও উৎকৃষ্ট সামগ্রী হচ্ছে দ্বীনদার সচ্চরিত্রা স্ত্রী। (মুসলিম, নিকাহ অধ্যায়, হা-৩০৮৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»

হযরত উমার ﵁ বলেন, হে আল্লাহর রছূল ﷺ! আমরা কোন সম্পদটি জমা করে রাখব? আল্লাহর রছূল ﷺ বললেন, তোমাদের জন্য জমা করে রাখা আবশ্যক। ১। শুকরিয়া আদায়কারী অন্তর। ২। আল্লাহর যিকিরকারী জিহবা। ৩। আর এমন দ্বীনদার স্ত্রী যে তোমাদেরকে পরকালের কর্মের প্রতি সাহায্য করতে পারে। (ইবনে মাজাহ, হা ১৮৫৬)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, মেয়েদের চারটি স্তরের প্রতি লক্ষ্য করে বিবাহ করা হয়। ১। তার সম্পদের প্রতি। ২। তার বংশ মর্যাদার প্রতি। ৩। তার রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতি এবং ৪। তার দ্বীনদারীর প্রতি। কিন্তু তোমরা দ্বীনদার মেয়েকেই প্রাধান্য দাও। তোমার হাত ধুলায় ধূসরিত হোক। (ছহিহ বুখারী, হা ৩০৮২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫০৯০)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ»

হযরত আবু হুরায়রাহ ﵁ বলেন, একদা রছূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো নারীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? রছূল ﷺ বললেন, এমন স্ত্রী স্বামী যার দিকে তাকালে সে স্বামীকে আনন্দ দিতে পারে, স্বামীর আদেশ যথাযথ ভাবে পালন করে এবং নিজের ব্যপারে ও স্বামীর সম্পদের ব্যপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছুই করে না। (নাসাঈ; বায়হাকী; বিবাহ অধ্যায় স্ত্রীর সাথে সদাচারণ অনুচ্ছেদ, হা: ৩২৭২)

বিবাহের জন্য প্রস্তাব রাখা

বিবাহ মহান আল্লাহ তা'য়ালার একটি বিশেষ দান। আর বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে শান্তি-শৃংঙ্খলা টা বজায় রাখা অতি জরুরীও বটে। আর সে জন্যই ইসলামে বর ও কনে উভয়েরই পছন্দের সুযোগ দিয়েছে। বর ও কনে যে কোন পক্ষ থেকেই বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা যাবে। এতে কোন লজ্জা শরম মান অপমানের কিছুই নেই। বরং ছেলে অথবা মেয়ের পক্ষ নিজের পছন্দের ছেলে অথবা মেয়েকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে। এখানে পছন্দের বলতে দ্বীনদার পরহেজগার ছেলে অথবা মেয়েকে বুঝানো হয়েছে। এমন কি মেয়েও একজন পরহেযগার ছেলেকে সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস ﵁ বলেন,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا؟ فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

একজন নারী রছূল ﷺ এর নিকট এসে নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রছূল ﷺ! আপনি কি আমাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে করেন? (ছহিহ বুখারী, তাওহীদ পাঃ ৫১২০)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ

بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: {مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟} قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا. فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

হযরত সাহল ﷺ বলেন, একজন নারী রছূল ﷺ এর সাথে বিবাহের জন্য নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করল। আল্লাহর রছূল ﷺ তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি তার উপর উঠিয়ে মেয়েটির শরীরের উপর চিন্তার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। অতঃপর দৃষ্টি নিচু করে নিলেন। মেয়েটি ভাবল, (হয়তো) তিনি তার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিবেন না। তাই মেয়েটি বসে পড়ল। ছাহাবীগণের মধ্যে হতে একজন ছাহাবী দাঁড়ালেন এবং বললেন, আপনি তাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে না করলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিন। আল্লাহর রছূল ﷺ ছাহাবীটিকে বললেন, তোমার কাছে পয়সা কড়ি কিছু আছে? ছাহাবীটি বলল, হে আল্লাহর রছূল ﷺ! আমার কাছে কিছুই নেই। রছূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও এবং সন্ধান কর কিছু পাও কি না। ছাহাবীটি গেল অতঃপর ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম! কিছুই পেলাম না। রছূল ﷺ বললেন, যাও একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আস। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রছূল ﷺ! আল্লাহর কসম! একটি লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার একটি লুঙ্গি আমি তাকে অর্ধেক দিব। রছূল ﷺ বললেন, তুমি অর্ধেক লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? তুমি পরলে তার হবে না, আর সে পরলে তোমার হবে না। শেষ পর্যন্ত লোকটি বসে পড়ল। দীর্ঘ সময় বসে থেকে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। রছূল ﷺ তাকে চলে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন, লোকটি তাঁর নিকট আসলে তাকে বললেন, তুমি কুরআনের কিছু জান? সে বলল, আমি অমুক অমুক সূরহ জানি। রছূল ﷺ বললেন, তুমি যাও কুরআনের বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিলাম। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দাও। (ছহিহ বুখারী; মুসলিম; বুলুগুল মারাম, হা: ৯৭৩)

কেউ বিবাহের প্রস্তাব দিলে অপরজন সেই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিতে পারবে না :

উপরের উল্লেখিত বিবাহের প্রস্তাব রাখা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব কোথায় রাখা যাবে আর কোথায় রাখা যাবে না, ইসলাম সেই বিষয়টিতেও সুন্দর সমাধান দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, কেউ যেন তার (দ্বীনি) ভাই এর বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। (ছহিহ বুখারী, হা: ২১৪০, ইসঃ ফাঃ ৫১৪২; সহিহ মুসলিম ১৪১২)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ»

অন্য এক বর্ণনায় আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন, তার (দ্বীনি) ভাই এর প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব না করে, তবে সে তাকে অনুমতি দিলে প্রস্তাব করতে পারবে। (ছহিহ মুসলিম, হা: ২৮৫০)

নারী নিজেকে বিবাহের জন্য পেশ করতে পারে

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ

হযরত হিশাম ﷺ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম ﷺ ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী করীম ﷺ এর সামনে বিবাহের জন্য হেবা করেছিলেন। (ছহিহ বুখারী, হাঃ ৫১১৩)

সচ্চরিত্র পুরুষের নিকট নারী সরাসরি বিবাহের প্রস্তাব পেশ করতে পারে। ইসলামী শরীয়াতে এ ব্যাপারে কোন বাঁধা-নিষেধ নেই। (আদর্শ পরিবার, পৃঃ ৩৮)

এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস ﵁ বলেন,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا؟ فَقَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ.

একজন নারী রছূল ﷺ এর নিকট এসে নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করে বলেন, হে আল্লাহর রছূল ﷺ আপনি কি আমাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে করেন? (ছহিহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫১২০)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: {مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟} قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا. فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

হযরত সাহল ﵁ বলেন, একজন মহিলা রছূল ﷺ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেকে তাঁর সামনে পেশ করল। রছূল ﷺ তার দিকে

লক্ষ্য করলেন এবং দৃষ্টি তার উপরে উঠিয়ে তার শরীরের উপর চিন্তার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। অতঃপর দৃষ্টি নিচু করে নিলেন। মেয়েটি ভাবল, তিনি তার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিবেন না, তাই মেয়েটি বসে পড়ল। ছাহাবীগণের মধ্যে হতে একজন ছাহাবী দাঁড়ালেন এবং বললেন, আপনি তাকে বিবাহ করার প্রয়োজন মনে না করলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেন। রছূল ﷺ ছাহাবীকে বললেন, তোমার কাছে পয়সা-কড়ি কিছু আছে? ছাহাবী رضي الله عنه বলল, হে আল্লাহর রছূল ﷺ আমার কাছে কিছুই নেই। রছূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাও এবং অন্বেষণ কর কিছু পাও কিনা? ছাহাবী গেল, অতঃপর ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম, কিছুই পেলাম না। রছূল ﷺ বললেন-যাও একটি লোহার আংটি হলেও খুঁজে নিয়ে আসো। সাহাবী গেল এবং ফিরে এসে বলল, হে আল্লাহর রছূল ﷺ, আল্লাহর কসম! একটি লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার একটি লুঙ্গি আছে আমি তাকে অর্ধেক দিব। রছূল ﷺ বললেন, তুমি অর্ধেক লুঙ্গি দিয়ে কি করবে? তুমি পরলে তার হবে না, আর সে পরলে তোমার হবে না। সে পর্যন্ত সাহাবীটি বসে পড়ল। দীর্ঘ সময় বসে থেকে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। রছূল ﷺ তাকে চলে যেতে দেখে ডেকে পাঠালেন। সাহাবী তাঁর নিকট আসলে তাকে বললেন তুমি কুরআনের কিছু জান? সে বলল, আমি অমুক, অমুক সূরহ জানি। রছূল ﷺ বললেন, তুমি যাও কুরআনের বিনিময়ে তোমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিলাম। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দাও। (ছহীহ বুখারী ৯৭৩)

বিবাহের ওয়াজিব ৩টি

■ ১. বিবাহ স্থায়ী রাখার নিয়ত করা

হযরত আলক্বামাহ ইবনে ওয়াক্কাস লায়সী ﵁ বলেন-

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

"আমি উমর ইবনে খত্তাব ﵁ কে বলতে শুনেছি- তিনি বলেন- আমি আল্লাহর রছূল ﷺ কে বলতে শুনেছি- প্রত্যেক কাজই নিয়তের উপর নির্ভরশীল কাজেই মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ১, মান- সহিহ)

■ ২. অভিভাবকের মাধ্যমে বিবাহ সম্পূর্ণ করা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ দাও এবং তোমাদের সৎকর্মশীল দাস দাসীদেরও।" (সূরহ নূর, আ:৩২)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

"অতএব তাদেরকে বিবাহ করো তাদের মালিকের (অভিভাবকের) অনুমতি নিয়ে।" (সূরহ নিসা, আ: ২৫)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَه»

আম্মাজান হযরত আয়িশা ﵂ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- "অভিভাবক এবং দুইজন (মুমিন) ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া বিবাহই হবে না। যদি তারা মতবিরোধ করে, তবে যার কোনো অভিভাবক নেই আমিরই তার অভিভাবক।" (সুনানে দারা কুতনী, ৮/৩২৪, হাঃ ৩২৪/৩২৫, মান- সহিহ)

■ ৩. মোহরানা নগদ পরিশোধ করা

হযরত উক্ববাহ ইবনে আমর ﵁ বলেন-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

"আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- যে সকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা দরকার তার মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হলো, যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল করো অর্থাৎ মোহরানা।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ২৭২১, মান-সহিহ)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"আর তোমরা নারীদের সন্তুষ্ট মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও। অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে তৃপ্তি সহকারে খাও।" (সূরহ নিসা, আ: ৪)

জানা প্রয়োজন: উপরের ৩নং ওয়াজিব এর আলোচনা থেকে জানা যায় যে, মোহরানা পরিশোধ করা ওয়াজিব। তা হলে যারা মোহরানা নগদ পরিশোধের বিধানটা না বুঝে, না জেনে বিবাহ করেছেন তাদের বিধান কি? উত্তর: মোহরানা নগদ পরিশোধ করা ওয়াজিব। যারা না বুঝে, না জেনে মোহরানা না দিয়ে বা সামান্য কিছু দিয়ে বাকি রেখে বিবাহ করেছে, তাদের বিবাহের জন্য তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে যখন আপনি জানলেন, মোহরানা নগদ পরিশোধ করা ওয়াজিব; তখনই আপনার জন্য মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে এবং এটাও আপনাদের জন্য ওয়াজিব।
মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"সুতরাং তাদের মধ্য হতে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছো, তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহরানা দিয়ে দাও।" (সূরহ নিসা, আ: ২৪)

তবে এই কথা স্পষ্ট যে, বিবাহর সময় কোন না কোন আলেম ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত থেকেই সেই বিবাহ সম্পাদন করেছেন।

অতএব যেই আলেম ঐ বিবাহটা সম্পাদন করেছেন; মোহরানা পরিশোধ না করার অর্থাৎ ওয়াজিব বিধান লঙ্ঘন করার সম্পূর্ণ গুনাহটা সেই আলেমের উপর বর্তাবে।

বিবাহের জন্য মোহরানা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ নির্ধারিত নেই :

বিবাহে মোহরানা কমও হতে পরে আবার বেশিও হতে পারে। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে-

■ লোহার আংটি মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ»

সাহল ইবনে সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন: "তুমি বিবাহ কর, যদিও তা একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হয়।" (ছহিহ বুখারি, হা: নং: ৫১৫০, মান-ছহিহ)

অপর হাদিসে এসেছে-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي — قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ — فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا

تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا. فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ. فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا — عَدَّدَهَا. فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

সাহল ইবনে সাদ আস-সাঈদি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক নারী রছূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে নিজেকে বিবাহের জন্য পেশ করলেন। রছূল ﷺ তার দিকে তাকালেন, কিন্তু কোনো সাড়া দিলেন না। তখন এক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রছূল! আপনার প্রয়োজন না থাকলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন।"

রছূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কিছু (মোহর) আছে কি?"

লোকটি বলল, "আল্লাহর কসম, কিছুই নেই।"

রছূল ﷺ বললেন, "তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখো কিছু পাও কিনা।

লোকটি ফিরে এসে বলল, "কিছুই পেলাম না।"

রছূল ﷺ বললেন, "একটি লোহার আংটিও যদি হয়, তা খুঁজে দেখো।"

লোকটি আবার ফিরে এসে বলল, "লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার কাছে একটি লুঙ্গি আছে।"

রছূল ﷺ বললেন, "লুঙ্গির অর্ধেক দিয়ে কি করবে? তুমি পরলে সে পাবে না, সে পরলে তুমি পাবে না।"

অবশেষে লোকটির কাছে কিছু কুরআনের সূরহ মুখস্থ থাকায় রছূল ﷺ তাকে কুরআনের জ্ঞানের বিনিময়ে সেই নারীর সাথে বিবাহ দিলেন। (ছহিহ বুখারি, হা: নং: ৫১২৯, মান-ছহিহ)

■ কুরআন শিক্ষা দেয়া হিসেবে মোহরানা নির্ধারণ :

উপরে উল্লিখিত ছহিহ বুখারি, হা: নং: ৫১২৯ এর শেষে এসেছে-

এক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রছূল! আপনার প্রয়োজন না থাকলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন।"

রছূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কিছু (মোহর) আছে কি?"

লোকটি বলল, "আল্লাহর কসম, কিছুই নেই।"

রছূল ﷺ বললেন, "তোমার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখো কিছু পাও কিনা। লোকটি ফিরে এসে বলল, "কিছুই পেলাম না।"

রছূল ﷺ বললেন, "একটি লোহার আংটিও যদি হয়, তা খুঁজে দেখো।" লোকটি আবার ফিরে এসে বলল, "লোহার আংটিও পেলাম না। তবে আমার কাছে একটি লুঙ্গি আছে।"

রছূল ﷺ বললেন, "লুঙ্গির অর্ধেক দিয়ে কি করবে? তুমি পরলে সে পাবে না, সে পরলে তুমি পাবে না।"

অবশেষে লোকটির কাছে কিছু কুরআনের সূরহ মুখস্থ থাকায় রছূল ﷺ তাকে কুরআনের জ্ঞানের বিনিময়ে সেই নারীর সাথে বিবাহ দিলেন।

■ পাঁচশত দিরহাম মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান ﵀ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রছূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশাহ ﵂-কে জিজ্ঞেস করলাম, রছূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে বিবাহের মোহর কত ছিল? তিনি বললেন, তাঁর স্ত্রীদের জন্য তাঁর মোহর ছিল বারো উকিয়া ও এক নাশ। তিনি বললেন, তুমি কি জান নাশ কী? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তা হলো আধা উকিয়া। সুতরাং মোট পাঁচশত দিরহাম। এটাই রছূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের জন্য মোহর ছিল। (ছহিহ মুসলিম, ৩৩৮০, মান-ছহিহ)

■ খেজুরের আঁটির পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা মোহরানা নির্ধারণ :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ

بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ﵁-এর কাপড়ে জাফরানের রঙের চিহ্ন দেখে বললেন, "এটা কী?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রছূল! আমি এক মহিলাকে একটি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ সোনার বিনিময়ে বিবাহ করেছি।" তখন নবী ﷺ বললেন, "আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। তুমি ওয়ালিমা কর, যদিও তা একটি বকরী দ্বারাই হয়।" (ছহিহ মুসলিম, ৩৩৮১, মান-ছহিহ)

■ বন্দী মুক্তি করাকে মোহরানা নির্ধারণ :

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ، الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ، بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا.

মুহাম্মদ ইবনু রফি ﵀ ... আনাস ﵁ সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি সাফিয়্যাকে আযাদ করলেন এবং তার আযাদীকে মোহর ধার্য করলেন। অপর এক হাদীসে মু'আয তাঁর পিতা থেকে বর্ননা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর আযাদীকে মোহর ধার্য করেন।' (ছহিহ মুসলিম, ৩৩৮৯, মান-ছহিহ)

বিবাহ সম্পর্কে উপরোক্ত ৩টি ওয়াজিব পালন না করার শাস্তি বা কুফল

বিবাহ সম্পাদনে উপরোক্ত ৩ টি ওয়াজিব পালন না করার শাস্তি বা কুফল দুই প্রকার।

[১] দুনিয়াবি শাস্তি বা কুফল যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে নষ্ট করে এবং অশান্তিতে পূর্ণ করে।

যেমন: অভিভাবক ব্যতীত যেই বিবাহ হবে, তা বাতিল। অভিভাবক ব্যতীত যেই দাম্পত্য জীবন, তা মূলত যিনা-ব্যভিচার পরিপূর্ণ। জীবনে যারা অভিভাবকহীন ভাবে বিবাহ করে যত দিন বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করবে, ততদিন শুধু যিনাতেই লিপ্ত থাকবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"

আম্মাজান আয়িশাহ ﵂ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- যে মেয়েকে তার অভিভাবক বিবাহ না দিবে (সে নিজে বিবাহ করলে) তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।" (সহিহ ইবনে মাজাহ, হা: নং: ১৮৭৯, মান- সহিহ)

অর্থাৎ বিবাহের জন্য অবশ্যই অভিভাবক লাগবে। আর অভিভাবক হলো পিতা, ভাই, আমির। অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ যেমন বাতিল বলে গণ্য হবে, ঠিক তেমনই মেয়ের সম্মতি ব্যতীত বিবাহও বাতিল বলে গণ্য হবে।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»

হযরত আবূ সালামাহ ﵁ বলেন, হযরত আবু হুরাইরা ﵁ তাদের কাছে বলেছেন, "নবী ﷺ বলেছেন- কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রছূল ﷺ, কেমন করে৷ তার অনুমতি নেয়া হবে। তিনি বললেন- তার চুপ থাকাটাই হচ্ছে তার অনুমতি।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৩৬, মান-সহিহ)

জানা প্রয়োজন: যদি কোনো মেয়ে অবৈধ প্রেম বা মেলামেশা আসক্তির কারণে বিবাহের জন্য সম্মতি না দেয়, তবে অভিভাবক তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দিতেও পারবেন এবং জোরপূর্বক হলেও বিবাহ দেওয়াটাই উত্তম। কেননা বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের উপর ওয়াজিব বিধান।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"আর তোমরা তোমাদের মধ্যেকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও।" (সূরহ নূর, আ: ৩২)

উপরে উল্লেখিত হাদিসে মেয়ের অনুমতি নিয়ে বিবাহ দিতে হবে বলতে মেয়ের (নিজের) পছন্দ মত বিবাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
অতঃপর, যে সকল বিবাহ অভিভাবক ব্যতীত ও সাক্ষী ব্যতীত হবে তা সমাজে যেনার সয়লাব ঘটাবে, যা দ্বারা সমাজ দূষণ হচ্ছে।

বিবাহের নগদ মোহর পরিশোধ না করার কুফল

মুসলিম পুরুষদের জন্য নগদ মোহরানা পরিশোধের জন্য ওয়াজিব বিধান করে দিয়েছে ইসলাম। তবুও যারা ইসলামের এই বিধান কে অমান্য করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দিকদিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যেমন: একটি বিবাহে মেয়ে পক্ষ মোহরানা বাঁধলো ৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু বিবাহের দিন মাত্র ২০ হাজার, ৫০ হাজার বা ১ লক্ষ টাকাতেই বিবাহ দিলো। এই বিবাহে পুরুষের কয়েকটি ক্ষতি-

১। বিবাহর দিন থেকেই ঋণগ্রস্ত অর্থাৎ সাংসারিক জীবনের শুরুটাই হবে ঋণগ্রস্ততার মাধ্যমে, যা পরবর্তীতে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক কঠিন।

২। বিবাহের সময় স্থায়ীভাবে সংসার করার নিয়ত রাখা ওয়াজিব। কিন্তু মেয়ে পক্ষের নিয়ত হলো, যদি ছেলে মেয়েকে তালাক দেয় তবে মোহরানার বাকি অংশের টাকাটা দ্বারা ভালো একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ফলে বৈবাহিক জীবনের সূচনা হয় নষ্ট নিয়মের মাধ্যমে।

৩। স্বামী সংসারের কর্তা হওয়ার পরেও স্ত্রীর মন্দ আচরণ, অধিক লোভ, অশ্লীল ভাষা, শশুর-শাশুড়ির সাথে মন্দ আচরণ সব কিছু দেখার পরেও স্ত্রীকে সংশোধন করার কোনো সুযোগ থাকে না। কারণ সংশোধন করতে গেলেও স্ত্রী উচ্চবাচ্য শুরু করবে, বাবার বাড়ি চলে যেতে চাইবে এবং মোহরানার বাকি টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দিবে। ফলে নিজে সারাদিন পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ করলেও বাড়ির কর্তা স্ত্রীকেই মানতে হয়। অথচ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

"পুরুষ নারীর কর্তা।" (সূরহ নিসা, আ: ৩৪)

এমন আরো অনেক সমস্যা দেখা দেয় সাংসারিক জীবনে। ফলে সমাজে এমন নষ্ট কাজের অনেক প্রভাব পড়ে। আর যেই ছেলেরা সকল মোহরানা পরিশোধ তো করেই না, আবার মেয়ে পক্ষ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে, এমন গাধা লোকের কথা তো বলারই অপেক্ষা রাখে না। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ঘর দুনিয়ার বুকে এক জলন্ত জাহান্নাম।

বিবাহ সম্পাদনের তিন ওয়াজিব পালন করার জন্য এতো গেল দুনিয়াবী শাস্তি ও কুফল।

[২] পরকালীন শাস্তি। আর এই ২য় শাস্তি আরো ভয়াবহ, তা হলো জাহান্নাম। মৃত্যুর পরেই তাদেরকে সেই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। (মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন, আমিন)

যে সকল নারীদের বিবাহ করা হারাম

সকল নারীগণকে পুরুষের জন্য বিবাহ করার অনুমতি থাকলেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা ১৪ শ্রেণীর নারীগণকে বিবাহ করা হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿۲۲﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۫ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۪ وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ؕ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿۲۴﴾

"তোমাদের পিতাগণ নারীদের মধ্য হতে যাদেরকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। কিন্তু যা অতীতে হয়েছে, নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল, অরুচিকর এবং নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মাগণ, কন্যাগণ, বোনগণ, ফুফুগণ, খালাগণ, ভাইয়ের কন্যাগণ, বোনের কন্যাগণ, তোমাদর সেই মাগণ যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন। তোমাদের দুধ বোনগণ, তোমাদের স্ত্রীগণের মাগণ, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছো সেই স্ত্রীদের যে সকল কন্যা তোমাদের নিকট অবস্থিত। কিন্তু তোমরা যদি তাদের (সঙ্গে) সহবাস না করে থাকো তবে (তাদের কন্যাগণকে) বিবাহ করতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। এবং ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ এবং যা অতীত হয়ে গেছে তা ব্যতীত দুই বোনকে একত্রিত বিবাহ করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। এবং নারীদের মধ্যে বিবাহিত (নারী) তোমাদের জন্য হারাম। কিন্তু তোমাদের ডান হাত

যাদের অধিকারী আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদেরকে বৈধ করেছেন। এগুলো ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্যান্য নারীদের বৈধ করা হয়েছে। তোমরা তাদের সম্পদ দ্বারা যেনার উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ করার জন্য তাদের অনুসন্ধান করো।" (সূরহ নিসা: ২২-২৪)

অত্র আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ১৪ শ্রেণীর নারীগণকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

১. মাগণ: এখানে মাগণ বলতে তার বাবার স্ত্রীগণ, বাবার মাগণ অর্থাৎ দাদিগণ, দাদার মাগণ। এভাবে যত উপরে যাবে এবং মাগণের মাগণ অর্থাৎ নানিগণ, নানার মাগণ। এভাবে যত উপরে যাবে সকলেই হারাম।

২. কন্যাগণ: এখনে কন্যাগণ বলতে নিজের ঔরসজাত কন্যাগণ, তার কন্যাগণের কন্যাগণ অর্থাৎ নাতনিগণ এবং তার ছেলের কন্যাগণ। এভাবে যত নিচে যাবে সকলেই হারাম। এর অন্তর্ভুক্ত সেই সকল কন্যাগুলোও রয়েছে যাদের মায়ের সঙ্গে যেনা করার কারণে সেই কন্যাগুলোর জন্ম হয়েছে। (জামিউ আহকামিন নিসা- ৩/৩৮)

৩. বোনগণ: এখানে বোন বলতে পিতার কন্যাগণ ও মাতার কন্যাগণকে বোঝানো হয়েছে।

৪. ফুফুগণ: এখানে ফুফুগণ বলতে বাবার বোনগণকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে যত উপরে যাবে এর মধ্যে বাবা ও মায়ের ফুফুগণও অন্তর্ভুক্ত। তারা সকলেই হারাম।

৫. খালাগণ: এখানে খালা বলতে মায়ের বোনগণকে বোঝানো হয়েছে।

৬. ভাইয়ের কন্যাগণ: এখানে ভাইয়ের কন্যাগণ বলতে যে কোনো দিক থেকে ভাইয়ের কন্যাগণকে বোঝানো হয়েছে।

৭. বোনের কন্যাগণ: এখানে বোনের কন্যাগণ বলতে যে কোনো দিক থেকে বোনের কন্যাগণকে বোঝানো হয়েছে। তবে চাচাতো ভাই ও বোনের কন্যার সাথে বিবাহ করা বৈধ আছে। [দলিল- আল্লাহর রছূল ﷺ

তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবু তালিব ﵁ এর সঙ্গে তার কন্যা ফাতিমা ﵂ এর বিবাহ দেন।]

৮. দুগ্ধ মাগণ: এখানে দুগ্ধ মাগণ বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, শিশুকালে মায়ের দুধ ব্যতীতও অন্য যেই স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করেছে।

৯. দুগ্ধ বোন: এখানে দুগ্ধ বোন বলতে দুধ মায়ের নিজ কন্যাগণ অথবা দুধ মায়ের অন্য কোনো দুগ্ধ সন্তান।

১০. স্ত্রীগণের মাগণ: এখানে স্ত্রীগণের মাগণকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শাশুড়ীগণকে বিবাহ করা হারাম।

১১. স্ত্রীগণের কন্যাগণ: এখানে স্ত্রীগণের কন্যাগণ বলতে সে সকল স্ত্রীগণের কন্যাগণকে বোঝানো হয়েছে যাদেরকে বিধবা অবস্থায় বিবাহ করা হয়েছে এবং তাদের কন্যা সন্তান ছিলো। আর স্ত্রীকন্যাগণ তখনই হারাম হবে যখন সেই কন্যাগণের মায়ের সঙ্গে সহবাস করা হবে।

১২. ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীগণ।

১৩. দুই বোনকে একত্রে বিবাহ।

১৪. বিবাহিতা নারীগণ: এখানে বিবাহিতা নারীগণ বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা বিবাহিতা অবস্থায় আছে। সেই নারী বিধবা হয় নাই অথবা তার স্বামীও তাকে তালাক দেয়নি। এমন নারীগণকে বিবাহিতা নারী বা সধবা নারী বলা হয়। এদেরকে বিবাহ করা হারাম।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا عَنْ أُخْتِهَا، وَعَنْ عَمَّتِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «لاَ تَحِلُّ لِي، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: «لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন- "নবী ﷺ হামজাহ এর কন্যা সম্পর্কে বলেছেন- সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশের কারণে যা

হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়। আর সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।" (সহিহ বুখারী, হা: নং: ২৬৪৫, মান-সহিহ)

সুতরাং রক্তের সম্পর্কের কারণে যেই সকল নারীগণকে বিবাহ করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তারা সকলেই হারাম। তবে বংশ বা রক্তের সম্পর্কের চার প্রকার বোনকে বিবাহ করা হালাল। আর তা হলো-

(১) চাচাতো বোন,

(২) ফুফাতো বোন,

(৩) খালাতো বোন,

(৪) মামাতো বোন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেছেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো বোন, ফুফাতো বোন, মামাতো বোন এবং খালাতো বোনকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে।" (সূরহ আহযাব, আ: ৫০)

বিবাহের অনুষ্ঠানে কিছু কাজ যা নাজায়েজ

বিবাহ মুসলিমগণের জন্য একটি ইবাদাত, যা পালনে সওয়াব রয়েছে। অথচ এই বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই কিছু কাজ সংঘটিত হয়, যা স্পষ্ট নাজায়েজ। যেমন: ছেলের বিবাহের জন্য ছেলের বাবা বা পুরুষ আত্মীয়গণ মেয়ে দেখা।

বর্তমান সমাজে দেখা যায় ছেলের বিবাহের জন্য ছেলের বাবা বা পুরুষ আত্মীয়গণ কন্যা দেখতে চায় যা ইসলামে স্পষ্ট হারাম।

"বিবাহের পূর্বে বিবাহের জন্য শুধু পাত্র মেয়ের অভিবাবকের উপস্থিতিতে পাত্রীকে দেখতে পারবে, কথা বলতে পারবে তবে স্পর্শ করতে পারবে না।" (মাসিক আত তাহরীক মূলপাতা, জানুয়ারী-২০১৬, পৃষ্ঠা- প্রশ্নোত্তর পর্ব)

■ বিবাহের পূর্বে পছন্দকৃত পাত্রীকে পাত্রের পক্ষ হতে আংটি পড়ানো বা বাগদান করা।

শায়েখ ইবনে বায ﵀ বলেন- "বাগদানের আংটি পড়ানো পশ্চিমা আচার। মুসলিমদের জন্য তা পরিহার করা উচিৎ।" (মাজমউ ফাতোয়া, পৃ: ১০/১৯৫)

শায়েখ ইবনে উসাইমিন ﵀ বলেন- "এটি শরিয়তের কোনো অংশ নয়। বরং অনুকরণ তাই বর্জনযোগ্য।" (ফাতোয়া নুরুল আলাদ দারব, পৃ: ১২/২১৪)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ﵄ থেকে বর্ণিত, রছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য (অনুকরণ) গ্রহণ করে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" (আবু দাউদ, হা: নং: ৪০৩১; মাসিক আল ইখলাছ, মূলপাতা, জুন-২০২৫, জিজ্ঞাসা ও জওয়াব)

■ বিবাহের জন্য উকিল বাবা নির্ধারণ করা।

বিবাহের জন্য জরুরত বাত উকিল বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করা জায়েজ আছে, তবে তাকে উকিল বাবা উপাধি দেওয়া ও বিবাহের উকিল হওয়ার জন্য তাকে আলাদা সম্মান প্রদর্শন করা জায়েজ নেই।

জানা প্রয়োজন: পাত্র-পাত্রীর উপস্থিতিতিতে বিবাহের জন্য উকিল নির্ধারণ করা জায়েজ নেই। কেননা অভিভাবকই তাদের উকিল। আর বিবাহের জন্য উকিল নির্ধারণের জন্য যেই দলিলটা প্রদান করা হয়, তা হলো মুসলিম উম্মাহর সর্বোচ্চ অভিভাবক আল্লাহর রছূল ﷺ ও আম্মাজান উম্মে হাবিবা رضي الله عنه এর বিবাহের কাহিনী। যা সাধারণত কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা আমিরগণের জন্য প্রযোজ্য। তা ছাড়াও অত্র বিবাহের সময় আল্লাহর রছূল ﷺ ছিলেন মদিনাতে এবং আম্মাজান উম্মে হাবিবা رضي الله عنها হাবশায় (ইথিওপিয়া)। পাত্র-পাত্রী দুজন একই স্থান বা অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন না। আর বর্তমান বিবাহগুলোতে যে উকিল নির্ধারণ করা হয় তা পাত্র-পাত্রীর উপস্থিতিতেই, যা বিদয়াত।

আর আল্লাহর রছূল ﷺ তার সেই বিবাহতে তার সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়া رضي الله عنه কে উকিল বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে ছিলেন, যাকে কখনোই আল্লাহর রছূল বাবা বলে সম্বোধন বা সম্মান প্রদর্শন করেননি। কাজেই বর্তমান সমাজে বিবাহের জন্য যে উকিল বাবা নির্ধারণ করা হয় তা হারাম।

■ বিবাহের অনুষ্ঠানে গান বাজনা করা।

বিবাহের অনুষ্ঠানে গান বাজনা করা স্পষ্ট হারাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

"মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে যারা অজ্ঞতাবশত অসার (বাজে) কথা খরিদ করে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য এবং আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।" (সূরহ লুকমান, আ: ৬)

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন- "এখানে অসার (বাজে) কথা বলতে গান-বাজনা।" (তাফসির ইবনে কাসির, সূরহ লুকমানের ৬নং আয়াতের আলোচনা)

■ পাত্রীকে বাসর রাতের জন্য প্রস্তুত করার অযুহাতে তার লজ্জাস্থানের দিকে অপর নারীদের তাকানো।

সমাজের কিছু জ্ঞানহীন নারীরা বিবাহের দিন পাত্রীকে বাসর রাতের জন্য প্রস্তুত করার অযুহাতে পাত্রীর লজ্জাস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দেওয়ার কথায় পাত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেয়। তারা পাত্রীকে বলে থাকে যে, আমরা তো সকলেই তোমার নিকট আত্মীয়, সুতরাং সমস্যা নেই। অথচ আবূ সা'ঈদ আল খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত-

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ»

"রছূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোন পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলা লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না; কোন পুরুষ অপর পুরুষের সাথে এক কাপড়ের নীচে (উলঙ্গ অবস্থায়) ঘুমাবে না এবং কোন মহিলা অপর মহিলার সাথে একই কাপড়ের নীচে ঘুমাবে না।" (সহিহ মুসলিম, হা: নং: ৬৫৫, মান-সহিহ)

■ বিবাহের অনুষ্ঠানে মেয়ে পক্ষকে বর পক্ষ ও মেয়ের পক্ষের গ্রামবাসীকে বিবাহ খাওয়ানোর চাপ দেওয়া।

বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে বর পক্ষ মেয়ে পক্ষকে চাপ সৃষ্টি করে বরযাত্রীকে খাওয়ানোর জন্য এবং গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে বিবাহ খাওয়ার অনুষ্ঠানের জন্য, আর মেয়েপক্ষের গ্রামবাসীও বিবাহ খাওয়ার জন্য অর্থাৎ মেয়ের বাড়িতে বিবাহের খাদ্য খাওয়ানোর অনুষ্ঠান করার জন্য চাপ দেয় যা জায়েজ নেই। কেননা ওলিমা বা বউভাত অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বহন করা ছেলে পক্ষের দায়িত্ব, মেয়ে পক্ষের না। বরং অত্র অনুষ্ঠানে পাত্র-পাত্রী

উভয়ের নিকট আত্মীয় স্বজনসহ এলাকার গরিব অসহায় মুসলিমদের দাওয়াত দেওয়া কর্তব্য। তবে মেয়ের পিতা যদি আনন্দ মনে বিবাহের খাওয়ার অনুষ্ঠান করে এবং বর পক্ষের লোককে দাওয়াত করে, তবে করতে পারবে। কিন্তু তা মেয়ে পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। (কিতাবুল মাওজিউ, ইসলাম সাওয়াল ও জওয়াব, খন্ড-৬, পৃ: ২৮৮)

জানা প্রয়োজন: এই ক্ষেত্রে একটি কথা স্পষ্ট হবে যে, কোনো অর্থ সম্পদশালী মেয়ে পক্ষ হতে ঢালাওভাবে ওলিমাহ করা জায়েজ নেই। কেননা তা প্রথা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, ফলে গরিব পিতার জন্য অনুষ্ঠান করা সমাজ কর্তৃক বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

■ মেয়ে পক্ষ হতে যৌতুক গ্রহণ।

বর্তমান সমাজে ছেলে পক্ষের লোকেরা বিভিন্ন অজুহাতে মেয়ে পক্ষ থেকে অর্থ, স্বর্ণ, রূপা, আসবাবপত্র, টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি-বাড়ি, চাকরি ইত্যাদি যৌতুক দাবি করে, যা হারাম। এবং আল্লাহর বিধানের বিপরীতে বিধান দেওয়া, যা কুফরি। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

"আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশি মনে।" (সূরহ নিসা, আ: ৪)

■ শখের বশবর্তী হয়ে হোটেলে বা কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

বর্তমানে দেখা যায় অনেক পরিবারই শখের বশবর্তী হয়ে হোটেল বা কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যা স্পষ্ট অপচয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"তোমরা খাও এবং পান কর, কোনো অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরহ আরাফ, আ: ৩১)

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।" (সূরহ বনি ইসরাইল, আ: ২৭)

■ বউ দেখা।

বর্তমান সমাজে বৌ দেখা রোগটি ভয়ংকর মহামারির মতো সব স্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে। পাত্র যখন বিবাহ করে পাত্রীকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই বৌ দেখার ঘৃণিত আসর জমে। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিধান দিয়েছেন যে - "১৪ শ্রেণীর নারী ব্যতীত পুরুষ অন্য কোনো নারীকে নির্দ্বিধায় আনন্দের সাথে দেখতে পারবে না। এটা হারাম।" (৪:২২-২৪)

আর আফসোস ঐ সকল পুরুষদের জন্য যারা তাদের স্ত্রীদেরকে অন্য পুরুষের সামনে প্রদর্শন করে থাকে।

■ হাদিয়ার জন্য ওয়ালিমা বা বউভাত করা।

বর্তমান সমাজে অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় বিবাহতে ছেলে পক্ষের অভিভাবক বিবাহের ওলিমা বা বৌ ভাত এর আয়োজন করে। কিন্তু তা করে হাদিয়া পাওয়ার আশায়। ফলে তারা বেছে বেছে এলাকার অর্থ সম্পদশালী লোকদেরকে দাওয়াত প্রদান করে। গরিব মিসকিনদের দাওয়াত করে না, যদিও দুই একজন অভিভাবক গরিবদের দাওয়াত দেয় কিন্তু তা আনন্দ চিত্তে দেয় না। সচরাচর তারা গরবিদের দাওয়াত দেয় ছোট ছোট কাজের জন্য, যা জায়েজ নেই।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন- "সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ ওলিমা বা বৌ ভাতের খাবার, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরিবদেরকে দাওয়াত করা হয় না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রছূলের সাথে অবাধ্যতা করে।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৭৭, মান-সহীহ)

এছাড়াও বিবাহের ওলিমাহ বা বৌ ভাত অনুষ্ঠানে নগদ অর্থ বা মূল্যবান কিছু হাদিয়া নেয়া জায়েজ নেই।

বিবাহের অনুষ্ঠানে কিছু কাজ যা জায়েজ

বিবাহের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট মেয়েরা দফ বাজাতে পারবে এবং জিহাদের বীরত্বগাঁথা নাশিদ বলতে পারবে।

عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ بِنَائِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. قَالَ: «دَعِي هَذَا، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»

রুবাই বিন্ত মুআব্বিয ইবনে আফরা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- "আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী ﷺ এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার কাছে বসে আছো। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত আমার বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের একজন বলে বসল, আমাদের মধ্যে এক নবী আছেন, যিনি আগামী দিনের কথা জানেন। তখন রছূলুল্লাহ ﷺ বললেন- এ কথা বাদ দাও, আগে যা বলছিলে, তাই বল। (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৪৭, মান- সহিহ)

■ বিবাহের জন্য পাত্র নিজ হাতে-পায়ে জাফরান রং বা মেহেদী ব্যবহার করা জায়েজ।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَهْيَمْ " . قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً . قَالَ " وَمَا أَصْدَقْتَ " . قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "

হযরত আনাস ﵁ বলেন- "আব্দুর রহমান ইবনে আউফ ﵁ আগমন করলেন তখন তার গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিলো। আল্লাহর রছূল ﷺ বললেন- কী খবর? তিনি বললেন- আমি এক নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি (রছূলুল্লাহ) বললেন- মোহর কতো দিয়েছো? তিনি বললেন- একদানা

ওজনের স্বর্ণ। আল্লাহর রছূল ﷺ বললেন- একটি বকরী দ্বারা হলেও ওলিমাহ বা বউভাতের (আয়োজন) করো।" (সুনানে নাসাঈ, হা: নং: ৩৩৭৩)

■ বরযাত্রীদের সঙ্গে মহিলা ও শিশুদের যাওয়া জায়েজ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا هُوَ بِنِسْوَةٍ وَصِبْيَانٍ مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ» ثَلاَثًا

হযরত আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলেন- "একদা নবী ﷺ কিছু সংখ্যক মহিলা এবং শিশুকে বিবাহের অনুষ্ঠান শেষে ফিরতে দেখলেন। তিনি আনন্দে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (তিনবার) বললেন- আমি আল্লাহর নামে বলছি, তোমরা সকল মানুষের চেয়ে আমার কাছে প্রিয়।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৮০)

জানা প্রয়োজন: বর্তমান সমাজে বিবাহের যেই অশ্লীলতা রয়েছে এবং বরযাত্রীদের গাড়িতে বেপর্দা অবস্থা। কাজেই অশ্লীলতা ব্যতীত এবং পর্দার সহিত নারীগণ ও শিশুকে বরযাত্রীর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া শর্ত।

■ বিবাহের সময় পাত্রীর জন্য অলংকার ধার করে পাত্রীকে ব্যবহার করতে দেওয়া জায়েজ।

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

আম্মাজান আয়িশাহ ﷺ বলেন যে- "তিনি আসমা ﷺ এর থেকে গলার একজোড়া হার ধার হিসেবে এনেছিলেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৬৪)

■ পাত্রীকে অন্য নারীগণ বিবাহের দিন সাজানো জায়েজ।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ

আম্মাজান আয়িশাহ ﵂ বলেন- "কোন এক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে বিবাহের কনে হিসাবে সাজালে নবী ﷺ বললেন, হে 'আয়িশাহ! এতে আনন্দ ফূর্তির ব্যবস্থা করো নি? আনসারগণ এ সব আনন্দ-ফূর্তি পছন্দ করে।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৬২, মান- সহিহ)

■ বিবাহের পরের দিন বর-কনেকে খাদ্য উপঢৌকন প্রদান করা জায়েজ।

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَاسْمُهُ الْجَعْدُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً؟ فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي، فَعَمَدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: ضَعْهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَقَالَ: ادْعُ لِي رِجَالًا سَمَّاهُمْ، وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ، فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمُ: اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ، قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ الْحُجُرَاتِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ، فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53]، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ

আবূ ‘উসমান থেকে বর্ণিত- "একদিন আনাস ইবনে মালিক ﵁ আমাদের বানী রিফা’আর মসজিদের নিকট গমনকালে তাকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যখনই উম্মু সুলায়মের নিকট দিয়ে নবী ﷺ যেতেন, তাঁকে সালাম দিতেন। আনাস ﵁ আরো বলেন, নবী ﷺ.এর যখন যাইনাব ﵂ এর সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন উম্মু সুলায়ম আমাকে বললেন, চল আমরা রছূলুল্লাহ ﷺ এর জন্যে কিছু হাদিয়া পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি খেজুর, মাখন ও পনির এক সঙ্গে মিশিয়ে হালুয়া বানিয়ে একটি ডেকচিতে করে আমাকে দিয়ে রছূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে পাঠালেন। আমি সেসব নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি এগুলো রেখে দিতে বলেন এবং আমাকে কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে ডেকে আনার আদেশ করেন। আরো বলেন, যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেও দাওয়াত দিবে। তিনি যেভাবে আমাকে হুকুম করলেন, আমি সেভাবে কাজ করলাম। যখন আমি ফিরে এলাম, তখন ঘরে আনেক লোক দেখতে পেলাম। নবী ﷺ তখন হালুয়া (হাইশ) পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা’আলার মর্জি মোতাবেক কিছু কথা বললেন। তারপর তিনি দশ দশ জন করে লোক খাওয়ার জন্য ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা ‘বিসমিল্লাহ’ বলে খাওয়া শুরু কর এবং প্রত্যেকে পাত্রের নিজ নিজ দিক হতে খাও। যখন তাদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই চলে গেল এবং কিছু সংখ্যক লোক কথাবার্তা বলতে থাকল। যা দেখে আমি বিরক্তি বোধ করলাম। তারপর নবী ﷺ সেখান থেকে বের হয়ে অন্য ঘরে গেলেন। আমিও সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি বললাম, তারাও চলে গেছে তখন তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন। তিনি তাঁর কক্ষে থাকলেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেনঃ ‘‘তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! নবীগৃহে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় খাদ্য গ্রহণের জন্য, (আগেভাগেই এসে পড় না) খাদ্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করে যেন বসে থাকতে না হয়। তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর। অতঃপর তোমাদের খাওয়া হলে তোমরা চলে যাও। কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। তোমাদের এ কাজ নবীকে কষ্ট দেয়। সে তোমাদেরকে (উঠে যাওয়ার জন্য বলতে) লজ্জাবোধ করে,

আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।'' (সূরহ আল-আহযাব ৩৩: ৫৩) আবূ 'উসমান ﵁ বলেন, আনাস ﵁ বলেছেন যে, তিনি দশ বছর নবী ﷺ - এর খিদমাত করেছেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৬৩, মান-সহিহ)

■ বিবাহের রাতে স্বয়ং মা নিজ কন্যাকে বাসর ঘরে নিয়ে যাওয়া জায়েজ।

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، أَتَتْهُ أُمُّهَا فَأَدْخَلَتْهَا الْبَيْتَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَقُلْنَ: خَيْرًا وَبَرَكَةً وَخَيْرَ طَائِرٍ.

আম্মাজান আয়িশাহ ﵂ বলেন- "যখন নবী ﷺ আমাকে বিবাহ করেন তখন আমার মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করালেন, আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখলাম। তারা কল্যাণ, বারাকাত ও সৌভাগ্য কামনা করে দু'আ করছিলেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৫৬, মান- সহিহ)

■ ছফর অবস্থায় বিবাহ করা এবং বাসর উদযাপন করা জায়েজ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.

আনাস ﵁ বলেন- "নবী ﷺ তিন দিন মদীনা এবং খায়বরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি সফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াই ﵂ এর সঙ্গে মিলিত হন। এরপর আমি মুসলিমদেরকে ওয়ালীমার জন্য

দাওয়াত করি, তাতে রুটি ও গোশত ছিল না। নবী ﷺ চামড়ার দস্তরখান বিছাবার জন্য আদেশ করলেন এবং তাতে খেজুর, পনির এবং মাখন রাখা হল। এটাই রছূলুল্লাহ ﷺ এর ওয়ালীমা। মুসলিমেরা একে অপরকে বলতে লাগল, সফীয়্যাহ কি রছূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী হিসাবে গণ্য হবেন, না ক্রীতদাসী হিসাবে। সকলে বলল, নবী ﷺ যদি তাকে পর্দার ভিতরে রাখেন তাহলে তিনি উম্মুহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে গণ্য হবেন। আর যদি পর্দায় না রাখেন, তাহলে ক্রীতদাসী হিসাবে গণ্য হবে। এরপর যখন নবী ﷺ রওয়ানা হলেন, তাকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন এবং তার জন্য লোকদের থেকে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৫৯, মান- সহিহ)

■ দিনের বেলায় বাসর উদযাপন করা জায়েজ।

حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْنِي أُمِّي، فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى

আয়িশা ﷺ বলেন- "নবী ﷺ যখন আমাকে বিবাহ করার পর আমার আম্মা আমার কাছে এলেন এবং আমাকে নবী ﷺ এর ঘরে নিয়ে গেলেন। দুপুর বেলা আমার কাছে তাঁর আগমন ব্যতীত আর কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৬০, মান- সহিহ)

■ নববধূ কর্তৃক বিবাহ অনুষ্ঠানে আমিরের নিকট খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করা জায়েজ।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَخَدَمَتْهُمُ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، تَتَحَفُهُ بِذَلِكَ

হযরত সাহল ﵁ বলেন- "যখন আবু উসায়দ আস সাঈদী ﵁ তার ওলিমায় নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণকে দাওয়াত দিলেন, তখন তার নববধূ উম্মে ওসায়দ ব্যতীত আর কেউ আল্লাহর রছূল ﷺ এর জন্য সে খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করেননি। তিনি একটি পাথরের পাত্রে সারারাত পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। যখন আল্লাহর রছূল ﷺ খাওয়া দাওয়া শেষ করেন তখন সেই পানীয় (নাবিয) নবী ﷺ কে পান করান।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৮২-৫১৮৩)

বিবাহের সুন্নাহ সমূহ

১. সৎ ও মুত্তাকী নারীর সন্ধান করে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো।

২. বিবাহের পূর্বে নারীকে বিবাহের জন্য দেখা।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يُدْعِيهِ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»

হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, তার পক্ষে যদি সম্ভব হয়, যা তাকে মুগ্ধ করে এবং মেয়েটিকে (বিবাহ করতে) আগ্রহী করে, সে যেন তা দেখে নেয়।" (বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, হা: নং: ১৩৮৬৯)

৩. বিবাহের জন্য নিকটস্থদের সঙ্গে পরামর্শ করা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বলেন- "আমি আল্লাহর রছূল ﷺ এর চেয়ে অন্য কাউকে আপন সাথীদের সঙ্গে বেশি পরামর্শ করতে দেখিনি।" (সুনানে তিরমিজি, হা: নং: ১৭১৪)

৪. ইস্তিখারা করা।

মুসলমানদের জন্য বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই বিবাহের পূর্বে ইস্তিখারা করা বিবাহের সুন্নাহ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي». قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ আমাদের সব কাজে ইস্তিখারাহ শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরহ সমূহ আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরজ নয় এমন দু'রাক'আত ছলাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়ে: প্রভু হে! আমি তোমার জ্ঞানের ওয়াসিলাহ্েত তোমার অনুমতি কামনা করছি; তোমার কুদরতের ওয়াসিলায় শক্তি চাচ্ছি আর তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান আর আমি দুর্বল। তুমিই জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং তুমিই সর্বজ্ঞ। প্রভু হে! তুমি যদি মনে কর যে, এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দাও এবং তার প্রাপ্তি আমার জন্য সহজতর করে দাও। অতঃপর তুমি তাতে বরকত দাও। আর যদি তুমি মনে কর এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় ইহকালে ও পরকালে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে শীঘ্র কিংবা বিলম্বে তাহলে তুমি তাকে আমার হতে দূর করে দাও এবং আমাকে তা হতে দূরে রাখো; অতঃপর তুমি আমার জন্য যা মঙ্গলজনক তা ব্যবস্হা কর সেটা যেখান থেকেই হোক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করে তোল।'

তিনি ইরশাদ করেন- তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ১১৬২, মান- সহিহ)

৫. বিবাহ অনুষ্ঠানে সকল প্রকার অপচয় থেকে দূরে থাকা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান হচ্ছে তার রবের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ।" (সূরহ বনি ইসরাঈল, আ: ২৭)

৬. যৌতুকের আলোচনা ও সামর্থ্যের বাইরে মোহরানার শর্ত না থাকা এবং বিবাহের জন্য মোহরানাকে সহজ করে দেওয়া বিবাহের সুন্নাহ।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا»

আম্মাজান আয়িশাহ ﵂ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- নারীর বরকতের আলামত হলো বিবাহের প্রস্তাবনা সহজ হওয়া। মোহরানা সহজ হওয়া এবং গর্ভধারণ সহজ হওয়া।" (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং: ২৩৯৫৭, মান- হাসান)

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»

আম্মাজান আয়েশাহ ﵂ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- সর্বোত্তম মোহরানা হলো সহজসাধ্য মোহরানা।" (বাইহাকী, হা: নং: ১৪৭২১, মান- সহীহ)

৭. শাওয়াল মাসে বিবাহ করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ نِسَاؤُهَا فِي شَوَّالٍ

আম্মাজান আয়িশাহ ﵂ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ আমাকে শাওয়াল মাসে বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার সঙ্গে বাসর করেছেন। তাহলে রছূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান আর কে?" আয়িশাহ ﵂ আরও বলেন: "তিনি চাইতেন যেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নারীরাও শাওয়াল মাসে বিবাহ করে।" (ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ১৪২৩, মান-সহিহ)

জানা প্রয়োজন: সকল মাসেই যে কোনো দিন, যে কোনো সময়েই বিবাহ করা জায়েজ আছে। তবে উত্তম হলো শাওয়াল মাসে বিবাহ করা।

৮. ব্যাপকভাবে বিবাহের প্রচার করা।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ»

আম্মাজান আয়িশাহ ﵂ বলেন- "আল্লাহর রছূল ﷺ বলেছেন- তোমরা এই বিবাহের ঘোষণা দাও এবং তা মাসজিদে সম্পাদন করো ও দফ বাজাও।" (সুনানে তিরমিজি, হা: নং: ১০৮৯, তিরমিজি বলেন- হাসান গরীব, আলবানী বলেন- হাদিসটির শুধু "ঘোষণা প্রদান" অংশটি সহিহ বাকি অংশ দুর্বল)

জানা প্রয়োজন: এখানে মাসজিদে বিবাহের জন্য বলার কারণ হলো, জুমআর দিন মাসজিদে বিবাহ সম্পাদন করা, যেন বিবাহের ব্যাপকভাবে প্রচার হয়। এমনিতেই নিজ গৃহেও বিবাহ সম্পাদন করা জায়েজ আছে।

৯. বর-কণের জন্য নিচের দুয়া পাঠ করা সুন্নাহ।

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

অর্থ: আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন, তোমার উপর বরকত ঢেলে দিন এবং তোমাদের দুজনকে কল্যানের উপর একত্রিত করুন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ বলেন- "যখন কেউ বিবাহ করতো তখন নবী ﷺ তাদের জন্য এই দুয়া পাঠ করতেন।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২১৩০)

১০. বিবাহের ওলিমাহ বা বউভাত বিবাহের পরদিন পাত্র পক্ষ থেকে করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَهْيَمْ؟» قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. قَالَ: «وَمَا أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

হযরত আনাস ﵁ বলেন- "আব্দুর রহমান ইবন আউফ ﵁ আগমন করলেন, তখন তাঁর গায়ে জাফরানের চিহ্ন ছিল। রছূলুল্লাহ ﷺ বললেন- কী খবর? তিনি বললেনঃ আমি এক নারীকে বিবাহ করেছি। তিনি (রছূলুল্লাহ ﷺ) বললেনঃ মোহর কত দিয়েছ? তিনি বললেনঃ একদানা ওজনের স্বর্ণ। রছূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একটি বকরী দ্বারা হলেও ওয়ালীমা কর।" (সুনানে নাসাঈ, হা: নং: ৩৩৭৩)

বাসর রাতের করণীয় বিষয়

১. নববধূকে স্বামীর ছালাম প্রদান করা।

এটা এ জন্য যে, এই ছালামের মাধ্যমে বাসর রাতে নববধূর ভয় দূর হয়। আম্মাজান উম্মে সালামাহ ﵂ বলেন- "নবী ﷺ যখন তাকে বিবাহ করলেন, এরপর তিনি যখন তার [উম্মে সালামাহ ﵂] নিকট প্রবেশের ইচ্ছা করলেন তখন নবী ﷺ ছালাম প্রদান করলেন।" (আখলাকুন নাবী, লিয়াবিশ শাইখ, হা: নং: ১৯৯, মান- হাসান; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৪থ খন্ড, পৃ: ৩২২)

২. পানীয় অথবা মিষ্টি পরিবেশনের মাধ্যমে উত্তম ব্যবহার করা।

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، قَالَتْ: إِنِّي قَيَّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جِئْتُهُ، فَدَعَوْتُهُ لِجِلْوَتِهَا، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا، فَأُتِيَ بِعُسٍّ لَبَنٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَانْتَهَرْتُهَا، وَقُلْتُ لَهَا: خُذِي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: فَأَخَذَتْ، فَشَرِبَتْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطِي تِرْبَكِ»، قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ خُذْهُ، فَاشْرَبْ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوِلِنِيهِ مِنْ يَدِكَ، فَأَخَذَهُ، فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ، قَالَتْ: فَجَلَسْتُ، ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِي، ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ، وَأَتْبَعُهُ بِشَفَتَيَّ لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِي: «نَاوِلِيهِنَّ»، فَقُلْنَ: لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا، فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيَةٌ أَنْ تَقُولِي لَا أَشْتَهِيهِ؟» فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّهْ، لَا أَعُودُ أَبَدًا

আসমা বিনতে ইয়াযীদ ﵂ বলেন- "আমি আয়িশাহ ﵂ কে আল্লাহর রছূল ﷺ এর জন্য সুসজ্জিত করলাম। অতঃপর আমি তার নিকট এসে তাঁকে আয়িশাহ ﵂ এর সৌন্দর্য দেখার জন্য আহবান করলাম। তিনি আসলেন এবং তাঁর পাশে বসলেন। অতঃপর একটি বড় পেয়ালা নিয়ে আসা হলো, যাতে দুধ ছিলো। তিনি পান করলেন এবং আয়িশাহ ﵂ কে দিলেন। ফলে সে তাঁর মাথা নিচু করল এবং লজ্জা পেল। আসমা ﵂ বলেন- আমি তাকে

ধমক দিলাম এবং বললাম, তুমি আল্লাহর রছূল ﷺ এর হাত থেকে নাও। এরপর সে তা নিয়ে কিছু পান করল।" (মুসনাদে আহমাদ, হা: নং: ২৭৫৯১)

৩. নববধূর মাথার উপর হাত রাখা ও তার জন্য দুয়া করা।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ

قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ لِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخَادِمِ

হযরত আমর ইবনু শুআইব ﷺ পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন- "নবী ﷺ বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে অথবা কোন দাসী ক্রয় করে তখন সে যেন বলে- 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এর মধ্যকার কল্যাণ এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ চাই এবং তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ ও তার মাধ্যমে অকল্যাণ থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই'। আর যখন কোন উট কিনবে তখন যেন সেটির কুঁজের উপরিভাগ ধরে অনুরূপ দু'আ করে।

ইমাম আবূ দাউদ ﷺ বলেন, আবূ সাঈদের বর্ণনায় রয়েছেঃ অতঃপর তার কপালের চুল ধরে বলবে। স্ত্রী এবং দাসীর ব্যাপারেও বরকতের দু'আ করবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হা: নং: ২১৬০; ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৪, পৃ: ৩২৩)

৪. নববধূর সঙ্গে দুই রাকায়াত ছলাত আদায় করা।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ، فَقَالُوا: تَقَدَّمْ، قَالَ: أَنَا أَتَقَدَّمُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:

فَتَقَدَّمْتُ، وَغَيْرِي أَحَقُّ بِهَا مِنِّي، فَإِنِّي مَمْلُوكٌ؟ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ، عَلَّمُونِي وَقَالُوا: إِذَا أَتَتْكَ زَوْجَتُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ خَيْرَ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَشَرَّهُ، وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا، ثُمَّ ادْنُ مِنْ أَهْلِكَ

হযরত আবু সাঈদ ﷺ বলেন- "আমি ক্রীতদাস থাকাকালে বিবাহ করেছিলাম। অতঃপর নবী ﷺ এর একদল সাহাবীকে দাওয়াত করলাম। তাদের মধ্যে ইবনে মাসুদ, আবু জার এবং হুজাইফা ﷺ ও ছিল।

রাবী বলেন- অতঃপর সালাতের ইকামত দেওয়া হলো। তখন আবু জর ﷺ এগিয়ে গেলেন। লোকেরা বলল: আপনি আবু সাইদ ﷺ এগিয়ে যান। রাবী বলেন- আমিই যাবো? তাঁরা বললেন- হ্যাঁ। যদিও তারা আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত। পরে তারা আমাকে বিভিন্ন শিক্ষা দিল এবং বলল- যখন তোমার কাছে তোমার নববধূ আসবে তুমি দুই রাকাত ছলাত আদায় করো, তারপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো তার ভালো ও তার খারাপের জন্য, যা তোমার কাছে এসেছে; আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও তার অনিষ্ট থেকে। তারপর তোমার পরিবার-পরিজনের (স্ত্রীর) নিকটবর্তী হও।" (মুসান্নাফ আবি শাইবাহ, হা: নং: ১৭১৫৩; ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৪, পৃ: ৩২৩-৩২৪)

৫. নববধূর নিকট প্রবেশ করার পূর্বে মুখ পরিষ্কারের জন্য মিসওয়াক করা।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ

হযরত শুরাইব বিন হানি ﷺ বলেন- "আমি আয়িশাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছি- নবী ﷺ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন কি দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন- মিসওয়াক দ্বারা।" (ছহিহ মুসলিম, হা: নং: ২৫৩; ফিকহুস সুন্নাহ, খন্ড: ৪, পৃ: ৩২৪)

৬. সহবাসের সময় বিসমিল্লাহ বলা ও দুয়া করা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন- "নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন যৌন সঙ্গম করে, তখন যেন সে বলে,

"بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا"

অর্থ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।

এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।" (ছহিহ বুখারী, হা: নং: ৫১৬৫)

আলহামদুলিল্লাহ, আজ ০২/১১/১৪৪৭ হিজরি তারিখে
কিতাবটি লেখা শেষ হলো।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

নোট/মন্তব্য:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহ :

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রছূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১. ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২. ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩. মুক্তির পয়গাম
১৪. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৭. আল্লাহর পথের পথিক
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
২০. তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ (প্রথম পর্ব)
২১. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২. সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ
২৩. কিতাবুল উযহিয়্যাহ